কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ২৯ আষাঢ় - ৩ শ্রাবণ, ১৪২৫ ঃ ১৪ জুলাই - ২০ জুলাই, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 38, 14 July - 20 July, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** শনিবার: সরকার পরিবর্তনের পর সরকারি

হাসপাতালে যে দালাল চক্র নির্মূল হয় নি তার প্রমাণ মিলল সরকারি সিদ্ধান্তে। রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন রোগী ভর্তি এবং অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এবার থেকে কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ।

**রবিবার :** আগামী বছর থেকে বছরে দুবার করে হবে জয়েন্ট

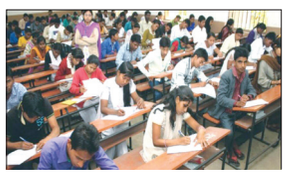

এন্ট্রান্স ও নিট পরীক্ষা। অনলাইনে পরীক্ষা নেবে এনটিএ। দুটির মধ্যে যেটির নম্বর বেশি হবে সেই নম্বরটি ব্যবহার করতে পারবেন পরীক্ষার্থী। কেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তে খুশি পড়ুয়ারা।

**সোমবার :** শহরতলির ছোটখাটো শহর নয়। বর্ষা শুরু হতে

না হতেই খোদ কলকাতায় রাস্তাঘাট ভেঙেচুরে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। গাড়ি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। বকেয়া আর ঘুষের চক্করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ঠিকাদাররাও।

**মঙ্গলবার :** আর্থিক ক্ষমতা নেই রাজ্য সরকারের। তাই কমছে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ। সামাল দিতে বাড়ানো হচ্ছে কম বেতনের পার্শ্ব শিক্ষক। প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে ১০ এর জায়গায় ৩০ শতাংশ উপস্থিতি হবে পার্শ্বশিক্ষকদের।

**বুধবার :** ফের ডিগবাজি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির। চালু করে বন্ধ। ফের বন্ধ থেকে চালু। পড়ুয়া ও শিক্ষকদের

প্রবল চাপের মুখে ভেঙে পড়ল বাঁধ। ভেসে গেল শিক্ষামন্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা।

**বৃহস্পতিবার :** ইভটিজিং এবং মহিলাদের হেনস্থা রুখতে স্কুটি চেপে কলকাতার রাস্তায় নেমে পড়ল প্রশিক্ষিত মহিলা স্কোয়াড 'দ্য

উইনার্স'। রাফ অ্যান্ড টাফ ভঙ্গিমায় অভিযান শুরু হল লালবাজার থেকে।

**শুক্রবার :** ভোপালের স্মৃতি ফিরে এল অন্ধ্রপ্রদেশে। একটি কারখানায় গ্যাস লিক করে মারা

গেলেন ৬ জন কর্মী। পাঁচজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

# ইউকো ব্যাঙ্কে হ্যাকার হানা

## বিড়লাপুরে হাপিস বহু গ্রাহকের আমানত

**কুনাল মালিক**

দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত বিড়লাপুর ফাঁড়ি (শ্যামগঞ্জ) এলাকায় অবস্থিত ইউকো ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা এখন রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত। কারণ গত কয়েক মাসে প্রায় শতখানেক গ্রাহকদের টাকা 'হ্যাক' বা আত্মসাৎ হয়ে গেছে এটিএম থেকে টাকা তোলার পর। যেমন বিড়লাপুর হাই স্কুলের শিক্ষক মনন মুখোপাধ্যায় জানালেন, গত ৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখে তিনি এটিএম থেকে ১০ হাজার টাকা তুলে ছিলেন। ২০-২৫ মিনিট পর তিনি একটা মেসেজ পান যেখানে ৩০,৮৭৫ টাকা আরও তোলা হয়েছে বলে দেখায়। তিনি বিড়লাপুর ইউকো ব্যাঙ্কে গিয়ে বিষয়টি জানান। তার মধ্যে আরও ২৭৭৫ টাকা কেটে নেওয়া হয়। তিনি সমগ্র বিষয়টি জানিয়ে বিড়লাপুর ফাঁড়িতে একটি

জিডি করেন (জিডি নম্বর ১১৫ তাং ৪-৭-১৮)। এরকম আরও দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষরাও প্রতারিত হয়েছেন।

কিন্তু তারা কোনও টাকা ফেরৎ পাননি। ইউকো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সুশীল বেরা এই প্রসঙ্গে বলেন, তিনি সবেমাত্র দায়িত্ব নিয়েছেন। বিষয়টি জোনাল অফিসকে জানানো হয়েছে। তারা খতিয়ে দেখছে। ম্যানেজার আরও বলেন, আমি গ্রাহকদের অনুরোধ করছি তারা এটিএম ব্যবহার না করে সরাসরি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলুন কিংবা জমা দিন। সেক্ষেত্রে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ভাবনা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে গ্রাহকদের। তারা বলছেন হঠাৎ করে প্রয়োজনে এটিএমে যেতে হয় কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে খুবই চিন্তায় আছি জীবনের সঞ্চয় এরকমভাবে আত্মসাৎ হলে আমরা যাব কোথায়।

এই প্রসঙ্গে বিড়লাপুর আউটপোস্টের অফিসার ইনচার্জ অনির্বান হালদার বলেন, আগের ম্যানেজার পৃথ্বীশ দাসের সময়ে এই সব ঘটনা বেশি ঘটেছে। ওনাকে বার বার বলা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাননি। তবে বিষয়টি চিন্তার। আমি ব্যাঙ্কের সমস্ত ডাটা যোগাড় করে কলকাতা পুলিশের লালবাজার কিংবা সিআইডির সাইবার ক্রাইম দফতরকে জানাবো ঠিক করেছি। প্রসঙ্গত একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে একদা এসবিআই ব্যাঙ্কের অনেক গ্রাহকদের টাকা ঝাড়খণ্ডের এক চক্র 'হ্যাক' বা আত্মসাৎ করত। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সেই প্রবণতা বন্ধ হয়েছে। অথচ ইউকো ব্যাঙ্কের পূর্বতন ম্যানেজার পৃথ্বীশ দাস এই প্রসঙ্গে নির্বিকার ছিলেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে কী সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে আছে?

# আইনকে তোয়াক্কা না করে রমরমা মোবাইল ইলিশের

**মেহেবুব গাজী**

খাদ্য রসিক বাঙালির পাতে নেই মরশুমের বড় ইলিশ। মাছের প্রজননের সময়কালে দু'মাস মাছধরা বন্ধ থাকার পর গত ১৫ জুন থেকে আবার মাছ ধরা শুরু করতে ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেয় মৎস্যজীবীরা। কিন্তু আগের মতো মাছ ধরা না পড়ায় কপালে ভাঁজ মৎস্যজীবী ও আড়তদারদের। ঠিক এরকম সময় প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে বাজার জুড়ে পিল ইলিশ বা মোবাইল ইলিশ, অর্থাৎ ছোট ইলিশের রমরমা ব্যবসা। যার ওজন মাত্র ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম। তাই সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জেলার বিভিন্ন আড়তে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে পিল ইলিশ। বড় ইলিশের আমদানি কমে যাওয়ায় চড়া দামে বিকোচ্ছে এই সব ইলিশ। যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তবে মৎস্যজীবীদের একাংশের অভিযোগ, মাছ ধরার জন্য ৯০ এমএম-এর কম ফাঁস যুক্ত জাল ব্যবহার করায় সরকারি ভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু তবুও সেই আইনকে তোয়াক্কা না করে কিছু মৎস্যজীবী ছোট ইলিশ ধরে এনে চোরা কারবার চালাচ্ছে। বেশ কিছু

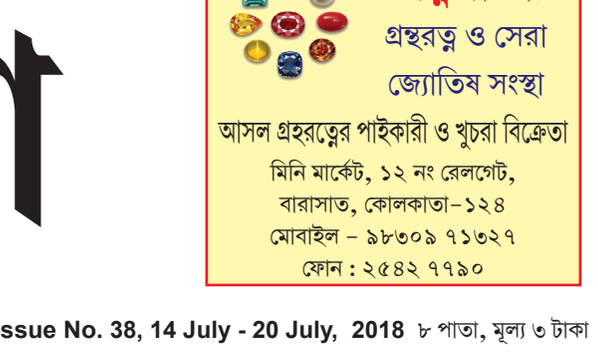

*৫০ গ্রাম ওজনের মোবাইল ইলিশ হাতের তালুতে। ছবি : জুঁই পাল*

মৎস্যজীবী প্রকাশ্যে স্বীকারও করে নিয়েছেন যে, ছোট ইলিশ এভাবে জালে ধরা পড়লে আগামী দিনে বড় ইলিশ পাওয়া যাবে না। তখন শুধু ইলিশ নয় অন্য মাছও কমে যাবে। না খেতে পেয়ে মারা যাবে আমাদের মতো মৎস্যজীবীরা। আর আমদানির অভাবে সাধারণ মানুষ সামুদ্রিক মাছের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। নামখানার যেসব আড়তগুলিতে এই পিল ইলিশ বিক্রি হচ্ছিল সেই আড়তের মালিকরা এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি।

এরপর পাঁচের পাতায়

# ডেঙ্গু : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণে আন্তরিক নয় পুরকর্তারা

**কল্যাণ রায়চৌধুরী ● উত্তর ২৪ পরগনা**

প্রায় বছর পাঁচেক ধরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে রাজ্যে। গত বছর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে ডেঙ্গু তো প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। যা সংবাদের শিরোনামে এসে প্রশাসনের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। জরুরিকালীন তৎপরতায় মুখ্যমন্ত্রী ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকাও জারি করেন। শীত পড়তে ডেঙ্গুর প্রভাব স্তিমিত হয়। কিন্তু ডেঙ্গু দমনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের গৃহীত কর্মসূচিকে সারা বছর পালন করার নির্দেশ জারি করেন আক্রান্ত সবকটি জেলার পুরসভাগুলিকে। চলতি বছরের গোড়ায় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত রবীন্দ্র ভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে এসেও মুখ্যমন্ত্রী জেলার সমস্ত পুরসভাগুলিকে বছরভর ডেঙ্গু দমনের কর্মসূচি পালনের নির্দেশিকা জারি করেন। গত বছর জেলার বনগাঁ মহকুমার বনগাঁ, গাইঘাটা, বারাসত মহকুমার হাবড়া, দেগঙ্গা সহ বসিরহাট মহকুমা এবং দমদম ও বারাকপুর শিল্পাঞ্চল মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে জীবনহানি হয়। বেসরকারিসূত্রে এরকমই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নির্দেশিকা। কিন্তু তাঁর সেই নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অধিকাংশ পুরসভাগুলি। এমনটাই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট পুর বাসিন্দাদের। এ কারণে এবারে বর্ষা শুরু হতেই ডেঙ্গুর

প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কায় জেলাবাসী আতঙ্কিত বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাশাসক অন্তরা আচার্য ডেঙ্গু দমন বিষয়ক আলোচনায় জেলার ২৭টি পুরসভাকেই ডেকেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশ পুরসভার তৃণমূল স্তরের কর্মীদের ঢিলেমি জেলা প্রশাসনকে রীতিমতো উদ্বেগে রেখেছে। কারণ বসিরহাট সহ দেগঙ্গার এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, হাবড়া, গাইঘাটার নির্দিষ্ট কিছু এলাকাতে এডিসের লার্ভা মিলেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। শহরাঞ্চলে উদ্বেগ বাড়িয়েছে খড়দহ, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, বারাকপুর এবং উত্তর বারাকপুরের মতে বিটি রোড সংলগ্ন পুরসভাগুলি। এর মধ্যে খড়দহ ও কামারহাটির উপর বিশেষ নজর রয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করা হলেও সংশ্লিষ্ট পুর এলাকাগুলিতে আশানুরূপ ফল মিলছে না। খড়দহের খাল বরাবর এলাকায় ডেঙ্গুর লার্ভা ছড়াচ্ছে। যার দায় পুরসভার কোর্টেই ঠেলে দিয়েছে সেচ দফতর বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়েছে। কোথায় কোথায় এডিসের লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে, তার তালিকাও তৈরি হয়েছে। বারাসত জেলা হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর জানার জন্যে হাসপাতাল সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডলকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নীলিমেশ দাসকে ফোন করা হলে তিনিও ফোন ধরেননি প্রতিবেদকের।

এরপর পাঁচের পাতায়

# অবাধে হাইভোল্টেজ হুকিং

**দেবাশিস রায়**

২২০ কিংবা ৪৪০ ভোল্টের তার থেকে হুকিং করার কথা আকছারই শোনা যায় এখানে সেখানে। কিন্তু, ১১০০০ ভোল্টের হাইটেনশন তার থেকে হুকিং করে বিদ্যুত চুরি নিঃসন্দেহে চমকে দেওয়ার মতো বিষয়! তবে, আরও অবাক হতে হয় যখন বিদ্যুত বন্টন দপ্তরেরই একটি সূত্রে জানা যায় যে, এমনতর হুকিং ব্যবস্থা রাজ্যজুড়েই চলছে রমরম করে। এভাবে হুকিংয়ের কারণে বিভিন্ন এলাকায় প্রায়শই বিদ্যুত সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। এই রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ

**কাটোয়া**

*কেতুগ্রামে হাইফাই হুকিং*

বৈধভাবে বিদ্যু সংযোগ নিয়ে চড়া হারে মাশুল মেটাবেন, আর কিছু মানুষ দিনের পর দিন হুকিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যুত চুরি করে বিনা মাশুলে ফায়দা লুটবে এ যেন একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য হুকিংয়ের বিরুদ্ধে রাজ্য বিদ্যুত বন্টন দপ্তর নাকি নানা জায়গায় অত্যাধুনিক কেবলিং সিস্টেম চালু করেছে এবং নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। এসব সত্ত্বেও এখনও বিদ্যুত চুরি বন্ধ করতে ব্যর্থ কর্তৃপক্ষ। হুকিং কিংবা ট্যাপিং করে বিদ্যুত চুরি আইনের চোখে ঘোরতর অপরাধ। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যের সর্বত্রই অবৈধ এই কাজ অব্যাহত।

এরপর পাঁচের পাতায়

# গোসবার জেটিগুলিও সেই তিমিরে

## পারের বালাই / ৪

**আকাশে মিশকালো মেঘ, নিচে নদী-খাঁড়িতে ঘোলা জলের তীব্র স্রোতের ধারা। যে কোনও সময়ে ধেয়ে আসতে পারে ঝড়-বাদলের প্রলয়। এরই মধ্যে নদী বেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়-মেজ-ছোট জেটি দিয়ে নিত্যদিন এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ পেরিয়ে যান সুন্দরবনের আট থেকে আশি। ডিঙি, শালতি, কাঠের নৌকো, ভুটভুটি, ছোট লঞ্চে ভেসে যেতে যেতে নদীর উদাস বাতাসে মিশে যায় সলিল সমাধির হাড় হিম করা ভয়। পড়লে জলে কুমির, আর জঙ্গলের পাড়ে উঠলে স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বর্ষা আসছে। কেমন আছে জেলার জেটিগুলি। ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি বিস্ময় কর।**

বাসন্তীর ঘাট পেরিয়ে যাওয়া যাক গোসাবায়। সেখানেও রয়েছে অনেকগুলি ঘাট। চলুন দেখে আসি সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমার এই ব্লকে কেমন ভাবে চলছে নিত্যদিনের পারাপার।

### গোসাবা খেয়া ঘাট

**পরিকাঠামো :** গদখালি থেকে যাওয়া যায় এই ঘাটে। কংক্রিটের জেটি। ২টি ভুটভুটিতে প্রতিদিন হাজার পাঁচেক মানুষের পারাপার। ঘাটে যাত্রী শেড, শৌচাগার, পানীয় জল অমিল। আলোর ব্যবস্থা থাকলেও নেই কোনও মাইকের ব্যবস্থা। একটি ড্রপ গেট ও সাইনবোর্ড আছে এখানে।

### চণ্ডীপুর ৩ নম্বর জেটি ঘাট

**পরিকাঠামো :** বাসন্তীর মসজিদ বাটি থেকে হাজার খানেক আর গদখালি থেকে গোসাবা ঘাটে যাওয়ার পথে চণ্ডীপুর ছুঁয়ে যাবার সময় প্রায় হাজার খানেক যাত্রী প্রতিদিন পারাপার হন কংক্রিটের জেটি দিয়ে। খান দুয়েক ভুটভুটি ভেড়ে চণ্ডীপুরে। রয়েছে একটি যাত্রী আশ্রয় ও একটি সোলার লাইট। শৌচাগার ও পানীয় জল অমিল এই ঘাটে। একটি ড্রপ গেট আছে

তবে, সাইন বোর্ড বা মাইকের দেখা পাওয়া গেল না।

### পাঠানখালি ফেরি ঘাট

**পরিকাঠামো :** কংক্রিটের জেটি দিয়ে ২টি ভুটভুটিতে ৩০০০ মানুষ প্রতিদিন পারাপার হন এখানে। না আছে যাত্রীশেড ও পানীয় জলের ব্যবস্থা,

না আছে সাইনবোর্ড বা ঘোষণার জন্য মাইক। একটি শৌচাগার থাকলেও জলের অভাবে তা ব্যবহারের অযোগ্য। ড্রপ গেট রয়েছে একটি তবে লোকের অভাবে তা কাজে লাগে না।

**নিরাপত্তা :** এই তিনটি ঘাটের নিরাপত্তা বাসন্তীর ঘাটগুলোর মতোই। ঢাক ঢোল পিটিয়ে নানা কথা বলা হলেও কোথাও লাইফ বয়া বা লাইফ জ্যাকেটের চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোনও অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থাও। উদ্ধার কাজে নিয়োজিত প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের তো প্রশ্নই ওঠে না।

# ফের আগের উচ্চতাকে বুড়িছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা, লগ্নিকারীদের কেনাতেও জোয়ারের ইঙ্গিত

**পার্থসারথি গুহ**

দৌড়ে চলেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। যার জেরে ফের আগের উচ্চতাকে কড়া নাড়া শুরু করে দিয়েছে নিফটি। এবং বেশ জোরকদমেই সেটা করে দেখাচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকটি। দোসর সেনসেক্সও স্বমহিমায় ফিরে এসেছে। মাঝের যাবতীয় শঙ্কা বা টানাপোড়েনকে দূরে সরিয়ে সূচকের এই তেজি হয়ে ওঠার পিছনে নানা কারণ যথারীতি টেনে বের করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাতে যেটা মোদ্দা কথা হিসেবে উঠে আসছে তা হল কেনার জায়গা বলতে এই মুহূর্তে ভারতের মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে। সুতরাং তারই সদ্ব্যবহার করছেন লগ্নিকারী। এখানে প্রশ্ন উঠছে এতই যদি ভারতের প্রতি ভরসা থাকে তাহলে কেন বিদেশিরা নিয়ম করে রোজ বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। সেক্ষেত্রে বলা ভালো বেচলেও বিদেশিরা কখনই এমন বিশাল কিছু আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছেন না যাতে বাজারে হল্লা নেমে আসে। তাছাড়া উন্নত ইউরোপ ও মন্দায় ঘেরা চিনের থেকে ভারতের বাজার অনেক উন্মুক্ত মনে হচ্ছে স্বদেশী–বিদেশি সকলের কাছেই। এখানে একটা 'যদি' অবশ্য থেকে যাচ্ছে। সেটা

## অর্থনীতি

হল আগামী ১ বছরে (লোকসভা নির্বাচন যদি এগিয়ে আসে তবে অন্যকথা) ভারতের রাজনীতিতে যদি স্থায়ী সরকার না গঠিত হয়, জগাখিচুরি সরকার কায়েম হয় নয়াদিল্লির বুকে তবে তো আর পতন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এর জবাব মিলছে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লগ্নিকারীর কাছে। তাঁদের সাফ জবাব, এমনটা হবেই ধরে এগোচ্ছে বাজার। বড়জোর তার ফলে আরও কিছুটা কারেকশন হয়ে যেতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। আগামী লোকসভা ভোটের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সূচক রেঞ্জবাউন্ড থাকার কথাই বলছেন

এঁরা। সেক্ষেত্রে নিচের দিকটা বড়জোর ১০ হাজার আর ওপরে ১১ বা সাড়ে ১১ হাজার ধরা হচ্ছে নিফটির জন্য। আর যদি বিজেপি তথাএনডিএ আরও একবার সরকার গড়ে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে সেক্ষেত্রে নিফটি ১৩ হাজার হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নয়। তবে বাজার যদি নড়বড়ে খিচুরি জমানার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় লোকসভা ভোটের অব্যবহিত পরে তবে ৯ হাজারের দিকে গুটি গুটি পায়ে চলে আসতেই পারে নিফটি মহারাজ। যদি ২০১৪ তে ফ্ল্যাশ ব্যাকে ফিরে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে ৫৫০০ থেকে নিফটি এই সাড়ে ৩ বছরে ঠিক দ্বিগুণ অর্থাৎ ১১হাজার হয়েছে। এর মাঝামাঝি রিট্রেসমেন্টের জায়গাটা হল ৮২৫০। বিশেষজ্ঞের একটা অংশ মনে করে দেশের পরবর্তী সরকার যদি খুবই অযোগ্য প্রমাণিত হয় ও ভীষণ রকমের ঢিলাঢালা হয় তাহলে এই ৮ হাজারের জায়গাটায় একবার ঘুরে যেতে পারে নিফটি। এর বেশি নিচে আসা নিফটির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

শেয়ার বাজারের এই সাম্প্রতিক উত্থান–পতনের বাজারে যাঁরা নিয়ম করে ট্রেড করতে পারছেন (নিচে কিনে ওপরে বেচার মানসিকতাসম্পন্নরা) তাঁরা কিন্তু বেশ টু–পাইস রোজগার করতে পারছেন। যাঁরা সেটা করতে পারছেন না তাঁরা পড়ে যাচ্ছেন গাড্ডায়। কারণ অনেক ভালো মানের শেয়ারও এখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে মিডক্যাপ ভুক্ত শেয়ারগুলির অবস্থা তো খুবই শোচনীয়। তাও যাঁরা ধুরন্ধর ট্রেডার, শেয়ারের সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেবেলটা ঠিকঠাক বোঝেন তাঁর এই সুযোগে এই ওঠাপড়াটা ঠিক পড়ে নিতে পারছেন। কাজের কাজও হচ্ছে, লক্ষ্মীও সঠিক সময় ঘরে ঢুকছে। আর নিচে বা ওপরে যথাক্রমে সাপোর্ট–রেজিস্ট্যান্স লেবেলে যখনই পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে এরা সেটা বুঝতে পেরে ট্রেডিং নকশায় পরিবর্তন আনছেন। এতে বাজারে নিয়ম করে কাজ যেমন করা যাচ্ছে, ঠিক তেমনই এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজের রসায়নটাও শিখে নেওয়া যাচ্ছে। এভাবে বেশ কয়েকবার হাতের শেয়ার ঘোরাতে পারলে (রোলিং করানো) হাতের শেয়ারের কেনা দামটাও যেমন কমে আসছে, ঠিক তেমনই প্রফুল্ল মনে লেনদেন উপভোগ করা যাচ্ছে। শুধু এদেশ বলে নয়, এই পদ্ধতি অবলম্বন করে এগোতে পারলে যে কোনও মার্কেটেই সাফল্য আসতে বাধ্য।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

## নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**১৪ জুলাই – ২০ জুলাই, ২০১৮**

**মেষ :** নতুন বন্ধু লাভ, গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনেরমত ফল পাবেন না। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। কর্মে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

**বৃষ :** বিবিধ সমস্যা এলেও নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

**মিথুন :** শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সাবধান থাকবেন। ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন । কর্মস্থলে সতর্ক থাকতে হবে। পড়াশুনায় মান বসতে চাইবে না। সাবধানে চলবেন।

**কর্কট :** শিক্ষায় শুভফল পাবেন। মনের জোরে এগিয়ে চলুন, কর্মস্থলে সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে খুব বুঝে হাত দেবেন। বিবাহযোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে।

**সিংহ :** আপনার চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী, কিন্তু খনও অনেক বাধা অতিক্রম করে তবে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত মন পাওয়া যাবে না। কর্মে শুভযোগ।

**কন্যা :** আপনাকে ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব অতি সতর্কে অগ্রসর হবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুতা করার চেষ্টা করলেও কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সঞ্চয়ে বাধা, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যয়াধিক্য।

**তুলা :** অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে জানাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অর্থ লাভের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম ও পদোন্নতির যোগ আছে।

**বৃশ্চিক :** সময়টি এখন কিছুটা ভাল যাবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে যাবেন না। শিক্ষায় বাধার মধ্যেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

**ধনু :** অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যাবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বহু কাঠ–খড় পুড়িয়ে তবে অর্থ রোজগার করতে হবে। শত্রুরা প্রবল ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সতর্ক থাকবেন। ব্যয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ দেখা যাচ্ছে না।

**মকর :** শত বাধা এলেও আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। নূতন বন্ধু লাভ ও গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

**কুম্ভ :** অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সতর্কে না চললে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ।

**মীন :** ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধা আসবে আর্থিক বিষয়ে তেমনি শুভ ফল পাবেন না। সুনাম ও ক্ষতির যোগ রয়েছে। শারীরিক বিষয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে।

# ৫১৭ সিভিক ভলান্টিয়ার কলকাতা পুলিশে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুলিশ বিভাগ কলকাতার ১০টি ইউনিটে কাজের জন্য 'সিভিক ভলান্টিয়ার' পদে ৫১৭ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। ক্লাস এইট পাশরা ১–১–২০১৮'র হিসাবে ২০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। খেলাধূলা, এনসিসি, বয় স্কাউটস, এনএসএস গাইড, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্সের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। কোনো পুলিশ স্টেশনে ক্রিমিন্যাল রেকর্ড থাকলে যোগ্য নন। শূন্যপদ : নর্থ ও নর্থ সাবারবন ডিভিশনের বেলায় ৩৯টি। সেন্ট্রাল ডিভিশনে ৩৫টি, সাউথ ডিভিশনে ৪৪টি, পোর্ট ডিভিশনে ২৩টি, ইস্টার্ন সাবারবান ডিভিশনে ৫টি, সাউথ ইস্ট ডিভিশনে ১৩টি, সাউথ–ইস্ট ডিভিশনে ১৩টি, সাউথ সাবারবান ডিভিশনে ১৭টি, সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশনে ১১টি, ট্রাফিক বিভাগে ২৭০টি, পুলিশ হাউজিং এস্টেটে ৬০টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : FRC/Recruit/07/2018, Date : 6th July, 2018, প্রার্থী বাছাই করবে কলকাতা পুলিশের সিলেকশন কমিটি।

এই কমিটিতে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট ইউনিটের একজন পদস্থ অফিসার থাকবেন। এজন্য প্রথমে ইন্টারভিউ হবে। ইন্টারভিউয়ে সফল হলে ২ সপ্তাহের ট্রেনিং। ট্রেনিং শেষে বিভিন্ন ইউনিটে চাকরি হবে।

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম হাতে হাতে পাবেন নিচে দেওয়া ইউনিট থেকে। এছাড়াও দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kolkatapolice.gov.in দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kolkatapolice.gov.in দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : (১) আইডেন্টিটি হিসাবে প্যান কার্ড / পাসপোর্ট / ড্রাইভিং লাইসেন্স / ভোটার কার্ড / ব্যাঙ্ক পাশবুক / ইলেকট্রিক বিল / টেলিফোন বিল / আধার কার্ডের স্ব–প্রত্যায়িত নকল, (৩) এখনকার তোলা ও স্ব–প্রত্যায়িত করা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (৪) বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বপ্রত্যয়িত নকল, (৫) খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে থাকলে তার সার্টিফিকেট (যদি থাকে) এর স্বপ্রত্যয়িত নকল। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for the post of Civic Volunteer' দরখাস্ত হাতে হাতে জমা দেবেন সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে, ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে। যিনি যে ইউনিটের জন্য দরখাস্ত করবেন, তিনি সেই ইউনিটের ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাবেন।

নর্থ ও নর্থ সাবারবান ডিভিশনের বেলায় : The Deputy Commission of Police, North & North Suburban Division, Kolkata 113, A P C Roy Road, Kolkata 700009. সেন্ট্রাল ডিভিশনের বেলায় : The Deputy Commissioner of Police, Central Division, Kolkata, 138, S N Banerjee Road, Kolkata 700 013. সাউথ ডিভিশনের বেলায় : The Deputy Commissioner of Police, South Division, Kolkata, 34, Park Street, Kolkata–700 016. পোর্ট ডিভিশনের বেলায় : The Deputy Commissioner of Police, Port Division, Kolkata 1, Dumayune Avenue, Kolkata 700 043, ইস্টার্ন সাবারবান ডিভিশনের বেলায় : The Deputy Commissioner of Police, Eastern Suburban Division, Kolkata, 105, Hem Chandra Naskar Road, Kolkata–700 010, সাউথ ইস্ট ডিভিশনের বেলায় : The Deputy Commissioner of Police, South East Division, Kolkata, 2, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata 700 017, সাউথ সাবারবান ডিভিশনের বেলায় : The Deputy Commissioner of Police, South Suburban Division, Kolkata, Tallygunge Emergency Force Lines, 255/257, DPS Road, Kolkata 700 033. সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশনের বেলায় : The Deputy Commissioner of Police, Traffic Department, Kolkata, Traffic Training School, 8 Tara Sankar Sarani, Kolkata–700 037 (Near Tala Park), পুলিশ হাউজিং এস্টেটের বেলায় : The Deputy Commissioner of Police, Home Guard Organisation, Kolkata, 29 R. N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001.

# বিমা সংস্থায় ৬৮৫ অ্যাসিস্ট্যান্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দ্য নিউ অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড 'অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে ৬৮৫ জন লোক নিচ্ছে।

যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেই রাজ্যের রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গোয়েজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০–৬–২০১৮'র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছর বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ১৪,৪৩৫–৪০,০৮০ টাকা। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ২৩,৫০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬৮৫টি। এর মধ্যে তপশিলী, ওবিসিদের জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এজন্য প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে : (১) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (২) টেস্ট অফ রিজনিং – ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) টেস্ট অফ নিউমেরিক্যাল এবিলিটি –৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১ ঘন্টা।

এরপর হবে মেন পরীক্ষা ৬ অক্টোবর। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে : (১) টেস্ট অফ রিজনিং – ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস – ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) কম্পিউটার নলেজ – ৫০ নম্বরের ৪০ টি প্রশ্ন, (৫) টেস্ট অফ নিউমেরিক্যাল এবিলিটি – ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। সফল হলে কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ। শুরুতে ৬ মাসের প্রবেশন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা হবে কলকাতা–সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার ১০ দিন আগে।

## কাজের খবর

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.newindia.co.in এজন বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এবার ফী বাবদ নির্দিষ্ট টাকা অনলাইনে দিতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

# কেন্দ্রীয় সংস্থায় ৩৫ অ্যাপ্রেন্টিস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা প্রোজেক্টস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড 'ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে কিছু লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে :

ইলেক্ট্রিশিয়ান : আইটিআই থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : নয়ডায় ৩টি।

ড্রাফসম্যান (সিভিল) : আইটিআই থেকে ড্রাফসম্যান (সিভিল) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : নয়ডায় ৪টি, ভাদোদরায় : ৫টি।

ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল) : আই টি আই থেকে ড্রাফটম্যান (মেকানিক্যাল) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : নয়ডায় ৩টি, ভাদোদরায় ৪টি।

মেকানিক ইলেক্ট্রিক্যাল মেন্টেন্যান্স (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন) : আই টি আই থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ নয়ডায় ২টি।

হাউসকীপার (ইনস্টিটিউশন) : মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : নয়ডায় ৩টি।

হাউসকীপার (কর্পোরেট) : মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : নয়ডায় ২টি।

সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট : উচ্চমাধ্যমিক পাশ বা আইটিআই কোর্স পাশরা যোগ্য । শূন্যপদ : নয়ডায় ৩টি, ভদোদরায় ২টি।

স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) : উচ্চমাধ্যমিক পাশ বা আই টি আই কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : নয়ডায় ৪টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩১–৫–২০১৮'র হিসাবে ১৮ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড আই টি আই পাশদের বেলায় নয়ডায় ৭,৫৩৭ টাকা ও ভদোদরায় ৭,৪৯৩ টাকা। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশদের বেলায় স্টাইপেন্ড আই টি আই পাশদের বেলায় নয়ডায় ৫,৮৬২ টাকা ও ভদোদরায় ৫,৮২৮ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.pdilin.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। আর পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ৪০০ (তপশিলী হলে ২০০) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। এরপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

# এনসিসি পাশদের জন্য সেনাবাহিনীতে চাকরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারতীয় সেনবাহিনী এনসিসি পাশ করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে শর্ট সার্ভিস কমিশনে 'এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি স্কিমে' ৪৫তম কোর্সে কিছু অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ডিগ্রি কোর্সের তৃতীয় বর্ষের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় প্রথম ২ বছরে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। এনসিসি'র সিনিয়র ডিভিশনে অন্তত ২ বছর থাকার পর 'সি' সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অন্তত 'বি' গ্রেড থাকা দরকার। বয়স হতে হবে ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–১–৯৪ থেকে ১–১–২০০০'এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ছেলেদের বেলায় ১৫৭.৫ সেমি আর মেয়েদের বেলায় ১৬২ সেমি। ছেলেদের বেলায় ওজন বয়সের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আর মেয়েদের বেলায় ৪২ কেজি। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮ আর মায়োপিয়া–৩.৫০–র কম। শুরুতে ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে, আগামী বছর অক্টোবরে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ২১,০০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি। তখন ৬ মাস প্রবেশন থাকতে হবে। মূল মাইনে : ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা শূন্যপদ : ৫৫টি (তরুণ ৫০, তরুণী ৫)।

দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের গ্রুপ টেস্ট, ইন্টারভিউ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের 'কল লেটার' পাঠানো হবে। ৫ দিনের পরীক্ষা। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণ পত্রের মূল ও প্রত্যায়িত নকল নিয়ে যাবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.joinindianarmy.nic.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

## শব্দবার্তা ৮৭

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ■ | ২ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | | ■ | | ■ | | |
| ৫ | | ৬ | ■ | ৭ | | ■ | |
| | ■ | ৮ | ৯ | | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ১০ | | ১১ | ■ | ১২ |
| ১৩ | ■ | ১৪ | | ■ | ১৫ | | |
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ১৬ | | | | ■ | ১৭ | | |

**শুভজ্যোতি রায়**

### পাশাপাশি

১। তন্ত্রশাস্ত্র ২। শত্রুতা, দুর্বৃত্ততা ৫। বাচনভঙ্গি ৭। তীর, কূল ৮। পর্যটন ১০। জাঁকালো, চমৎকার ১৪। গ্রীষ্মের একফল ১৫। আকাশ ১৬। সমবেত যন্ত্রসংগীত ১৭। নম্বরযুক্ত।

### উপর–নীচ

১। '— বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরুদুরু' ৩। গাড়ি, যান ৪। গৃহ ৬। সঞ্চিত কেশ ৭। বেতন, আহ্বান ৯। পরিপাক ১১। এই 'ঘোষ' বিখ্যাত অভিনেতা ১২। জৌনপুরে উৎপন্ন, সংগীতের প্রাতঃকালীন রাগ ১৩। রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ১৪। ছাদের কিনারা।

### সমাধান : শব্দবার্তা ৮৬

**পাশাপাশি :** ১। রাশটানা ৬। কাঞ্চন ৭। স্বর ৮। পর্ষদ ১০। পোয়াল ১২। অর ১৩। নাটোর ১৪। সন্নিবন্ধ।

**উপর–নীচ :** ২। শবর ৩ নাকাল ৪। দিনপঞ্জিকা ৫। আমদরবার ৭। স্বজনপোষণ ৯। দখলনামা ১১। সরস ১২। অভাব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

## কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে
২১শে জুলাই
শহীদ স্মরণে
ধর্মতলা চলো
শওকত মোল্লা ও অনিরুদ্ধ
হালদারের নেতৃত্বে দক্ষিণ ২৪
পরগনায় ব্যাপক ভাবে ২১-এর
প্রস্তুতি চলছে
শওকত মোল্লা, বিধায়ক (ক্যানিং পূর্ব)
সভাপতি : তৃণমূল যুব কংগ্রেস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনিরুদ্ধ হালদার (পার্থ)
কার্য্যকরী সভাপতি
তৃণমূল যুব কংগ্রেস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
১১ই জুলাই, জীবনতলা বাজার –সকাল–৯টা
১২ই জুলাই, গড়িয়া সি ৫ বাসস্ট্যান্ড –সন্ধ্যা– ৬টায়
১৩ই জুলাই, জয়নগর নতুন হাট –বিকেল –৫টায়
১৫ই জুলাই, ডায়মন্ডহারবার বাজার – বিকেল ৩–৩০ মি, বজবজ টাউন বিকেল –৫টায়
১৬ই জুলাই,ভাঙ্গর ভোজের হাট – বিকেল ৫টায়
১৭ই জুলাই, ঘটকপুকুর বাজার –বিকেল ৪টে, বিষ্ণুপুর ২নং ব্লক বিকেল ৫ টায়
১৮ই জুলাই, জয়নগর টাউন – বিকেল– ৫ টায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

**আলিপুর বার্তা**

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ১৪ জুলাই – ২০ জুলাই, ২০১৮

# মেকি বামপন্থায় বিজেপিকে সামলানোর ছক তৃণমূলের

একসময় সিপিএম দেওয়াল লিখেছিল, রাম সেজেছেন আডবানী, দেখে হয় অনুমান, ভোটে জিতলে বিজেপি দেশ চালাবে হনুমান। বিজেপি অবশ্য দেশে ক্ষমতাসীন হয়েছে দু–তিন দফায়। যার মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর অধ্যায়ের এখন শেষ ফ্রেজ চলছে। দেশ হনুমান দ্বারা চালিত হয়েছে এমন প্রমাণ কিন্তু মেলেনি মোটেই। তাও দিগ্বজ কমরেডদের লেখা বলে কথা। সারা দেশে তাদের অস্তিত্ব মাত্র ৩টি রাজ্যে থাকলেও (যদিও বাংলা ও ত্রিপুরা হারিয়ে এখন কেরালাই সিপিএমের সবেধন নীলমণি) সিপিএম কিছু করলে বা কিছু লিখলে তা এখন নিশ্চিতভাবে মিউজিয়ামে জায়গা করে নিচ্ছে অ্যান্টিক হিসেবে। তাও সেই জং ধরা মরচে পড়া দলের কায়দাতেই দিব্যি রাজ্য শাসন করে যাচ্ছে মা–মাটি–মানুষের তৃণমূল সরকার। শিক্ষা ব্যবস্থার অনিলায়নকে যেমন দ্রুত পার্থায়ন বা মমতায়নে পরিণত করেছে তৃণমূলের বীরপুঙ্গব ছাত্রনেতারা তা থেকেই এটা পরিস্কার হচ্ছে। সিপিএম তথা বাম জমানার অভিজ্ঞতাকে নিজেদের চলার পথে শেয়ার করতেও পিছপা হচ্ছে না ৭ বছরে পা দেওয়া পালাবদলের সরকার। সেজন্যই হয়তো এই সরকারের কোল আলো করে রয়েছেন মন্ত্রীবর রেজ্জাক মোল্লা। কোচবিহার জেলা তথা রাজ্য বামফ্রন্টের একসময়ের ডাকসাইটে নেতা–মন্ত্রী প্রয়াত কমল গুহর পুত্র উদয়ন গুহ যেমন ব্যাট করছেন তৃণমূলের হয়ে। ঠিক তেমনই তৃণমূলের আকাশে এখন নতুন যে বাম রত্নটি জায়গা করে নিয়েছেন তিনি একসময়ের এসএফআই নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন অসহায়–অবলম্বনহীনভাবে (রাজনৈতিকভাবে) বিচরণ করতে দেখা গিয়েছিল এই তরুণ ছাত্র নেতাকে। তার ওপর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন চারিত্রিক অভিযোগ নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেও ছিলেন তিনি। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটাতে ঋতব্রতর প্রয়োজন ছিল এক নতুন মঞ্চের। অন্যদিকে তৃণমূলের আবার প্রয়োজন ছিল এমনই এক বাগীশের, যিনি তাঁর সহজাত বাম মডেলে বিজেপির বাউন্সার সামলাতে সাহায্য করবেন। কারণ তৃণমূলে দক্ষিণপন্থী নেতাদের থেকেই এই বাম 'ওস্তাদ'দের রমরমা একদম প্রথম থেকেই। অতিবাম, বাম তার্কিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিবির পালটে খুব দ্রুত ঘাসফুলের আলমারিতে শোভা বাড়াচ্ছে। তাই ঋতব্রত যখন সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর মমতা ভজনা শুরু করেন তখন কেউই তাতে অবাক হন নি। বরং দুয়ে দুয়ে চার করায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। সেটাই এখন ঘটছে পরিপূর্ণ আকারে। যার জেরে ঋতব্রত দলে এসেই দায়িত্ব পেয়েছেন আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের। আগামী দিনে ঋতব্রত যদি তৃণমূলের হয়ে লোকসভার টিকিট পায় তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সুগত বসুর জায়গায় যাদবপুরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘাসফুল প্রার্থী হিসেবে দেখা যেতেই পারে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এভাবেই হয়তো কট্টর দক্ষিণপন্থী দল বিজেপির মোকাবিলা করবেন টিম মমতা। যার একটা বড় অংশ হিসেবে থাকবে প্রাক্তন বামপন্থীরা। বিজেপির বিরুদ্ধে নতুন ধারার শ্লোগানও হয়তো তৈরি করবেন এরাই। রাম সেজেছেন আডবানীটা হয়তো পালটে যাবে। সেখানে শোনা যাবে মোদীর বিরুদ্ধে নতুন কোনও জবরদস্ত শ্লোগান। এভাবেই মেকি বামপন্থায় ভর করে হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে কী আটকে রাখা যাবে? প্রশ্ন দেশবাসীর।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ

**পরোপকারে নিজেরই উপকার**

সেই সংসারে ভাল কাজকরে এবং এইরূপে নিজেরও কল্যাণসাধন করে। গোঁড়ারা নির্বোধ–সহানুভূতিহীন, তাহারা জগৎকে তো সোজা করিতে পারেই না, নিজেরাও পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

তোমাদের নিজেদের ইতহাসে 'মে– ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আগত ব্যক্তিদের কথা কি স্মরণ নাই? যখন তাঁহারা প্রথমে এদেশে আসেন,তখন তাঁহারা 'পিউরিটান' ছিলেন, নিজেদের খুব পবিত্র ও সাধু–প্রকৃতি মনে করিতেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাঁহারা অপর ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার

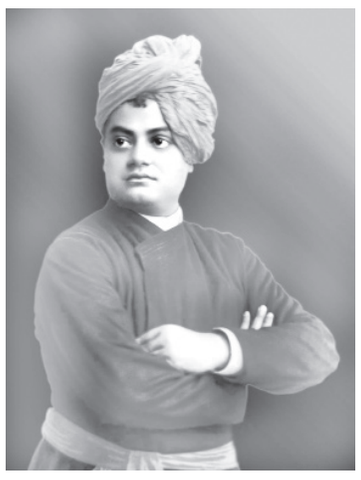

আরম্ভ করিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে সর্বত্রই এরূপ দেখা যায়। যাহারা নিজেরা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া আসে, তাহারা আবার সুবিধা পাইলে অপরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। আমি দুইটি অদ্ভুত জাহাজের কথা শুনিয়াছি প্রথমে 'নোয়ার আর্ক' ও দ্বিতীয় 'মে–ফ্লাওয়ার'। ইহুদিরা বলেন, সমুদয় সৃষ্টি 'নোয়ার আর্ক' হইতে আসিয়াছে, আর মার্কিনেরা বলেন, জগতের প্রায় অর্ধেক লোক মে–ফ্লাওয়ার জাহাজ হইতে আসিয়াছে। এদেশে যাহার সহিত দেখা হয়,এমন খুব কম লোকই দেখিতে পাই, যে না বলে তাহার পিতামহ বা প্রপিতামহ মে ফ্লাওয়ার জাহাজ হইতে আসেন নাই। এ আর এক রকমের গোঁড়ামি। গোঁড়াদের মধ্যে শতকরা অন্তত নব্বইজনের যকৃত দূষিত, অথবা তাহারা অজীর্ণরোগগ্রস্ত, অথবা তাহাদের কোন না কোন প্রকার ব্যাধি আছে। ক্রমশ চিকিৎসকেরাও বুঝিবেন যে, গোঁড়ামি একপ্রকার রোগবিশেষআমি ইহা যথেষ্ট দেখিয়াছি।প্রভু আমাকে গোঁড়ামি হইতে রক্ষা করুন। এই গোঁড়ামি সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মোটামুটি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের কোনপ্রকার গোঁড়া বা একঘেয়ে সংস্কার কার্যের সহিত মিশিবার প্রয়োজন নাই।

## ফেসবুক বার্তা

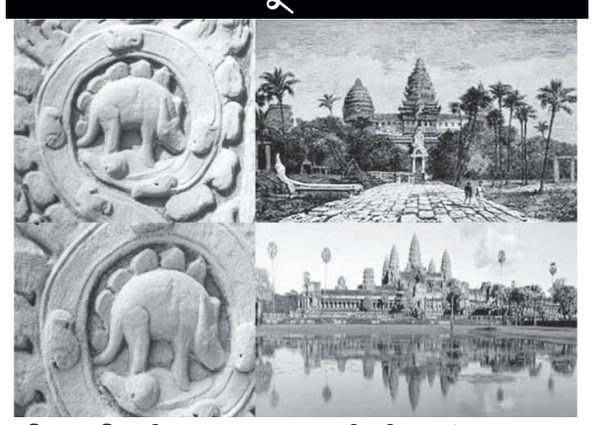

প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরে ডায়নোসেরসের প্রতিকৃতি খোদাই করা দেওয়ালে দেওয়ালে। সেই ছবি ফেসবুকের পাতায় ঘুরছে ফিরছে। যদিও আলিপুর বার্তা এর সত্যতা যাচাই করেনি।

# বেহায়া প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে সৌজন্যের রাজনীতি সম্ভব কি

**নির্মল গোস্বামী**

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বর্তমানে শিষ্টাচার বা সৌজন্য নামক শব্দটাই বোধহয় উবে যেতে বসেছে। আর তার পরধান কুশীলব বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রীমান দিলীপ ঘোষ মহাশয়। অবশ্য বঙ্গের রাজনীতিতে অকথা, কুকথা, অশালীন মন্তব্য করার লোকের অভাব হয়নি অতীতের বিভিন্ন জামানায়। কিন্তু অতি সম্প্রতি এই হুমকির ধমকের রাজনীতিটা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে দিলীপ ঘোষকে ঘিরে। তার কারণ হল ইতিপূর্বে বঙ্গ রাজনীতিতে যারা অকথা কুকথা ধমক চমকের বক্তব্য দিয়ে বাংলাকে চমকে দিয়েছে তারা কেউ দিলীপ ঘোষের মতো ওজনদার ছিল না। বাম আমলে অনিল বিশ্বাস, আনিসুর রহমান– মা মাটির আমলে অনুব্রত মণ্ডল, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কিংবা চন্দননগরের মালের কথা যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে এরা কেউ এমএলএ, এমপি অথবা সাধারণ নেতা। কেউই দলের রাজ্য সভাপতি নয়। দিলীপ ঘোষ একটা সর্বভারতীয় পার্টির রাজ্য সভাপতি। তিনি কর্মিসভায় বা জনসভায় যে ভাষাতে কথা বলছেন তা রাজ্য সভাপতির মুখে মানায় না। তবু প্রতিদিন নতুন নতুন ভাষায় তৃণমূল ও পুলিশ প্রশাসনকে শাসাচ্ছেন।

এই নিয়ে টিভির সান্ধ্যকালীন আসর জমজমাট। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা করছে। তৃণমূলের নেতারা বলছে দিলীপ ঘোষকে অ্যারেস্ট করা উচিত পাল্টা প্রশ্ন আসছে তাহলে কেন? অনেকে বলছে যে আজকালকার রাজনীতিতে দাদাগিরির চল হয়েছে। তাই ভাষাতে দাদাগিরি সুলভ প্রচ্ছন্ন হুমকি থাকলে কর্মী সমর্থকদের সমর্থন পাওয়া যায়। এবং তার প্রমাণ হল যে নেতা যখনই পুলিশকে বেঁধে রাখার কথা বলে তখনই জোরে হাততালি পড়ে। ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে ধর্ষণ করে দেওয়ার কথা বলার পরই দেখা যায় জোরে হাততালি। অর্থাৎ কর্মী সমর্থকরা এই ধরনের কথা পছন্দ করে বলেই নেতারা ওই ধরণের কথা বলে। আবার অনেকে মনে করে দিলীপ ঘোষ লোকটা সত্যিই রুচি সংস্কৃতিহীন মানুষ। শিক্ষা দীক্ষা নেই বলেই এমন ভাষা সন্ত্রাসের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এমনভাবে দূষিত করছেন।

বিজেপির একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি অবশ্যই আছে। যেমন কথায় কথায় জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া। এটা সব রাজ্যের দিলীপ ঘোষের মতো বড়বাজারের ভাষায় বক্তব্য রাখতে দেখা যায় না। কারণ এটা বিজেপি–র সংস্কৃতি নয়। প্রশ্ন হল তাহলে দিলীপ ঘোষ কেন এই ভাষা ব্যবহার করছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা হল যে তিনি ওই ভাষা বলার জন্য অনুতপ্তও নন। তিনি বলছেন আমি যা বলেছি জেনে বুঝে হাজার হাজার লোকের সামনে ক্যামেরার সামনে বলেছি। এতো লুকোছাপা কিছু নেই। সত্যিই তাই দিলীপবাবু জেনে বুঝে অত্যন্ত সচেতন ভাবে এই ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন।

যে কোনও ঘটনার কার্যটা আমাদের চোখে পড়ে। তার পিছনের কারণটা অনেকের কাছে অধরাই থেকে যায়। আমরা জানি যে প্রশাসন আর রাজনীতি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। স্বচ্ছ রাজনীতি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন উপহার দিতে পারে। আর অস্বচ্ছ রাজনীতি পক্ষপাত মূলক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করে। আমাদের রাজ্যে ইতিহাস বলে যে কংগ্রেস রাজত্বেই প্রশাসনের চাটুকারিতা শুরু হয়। যতদিন যায় এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যে দলের সরকার প্রশাসন সেই দলের হয়ে কাজ করবে এতে কোনও অবাক হওয়ার ব্যাপার নেই। মমতার প্রশাসন বাম প্রশাসনকে ছাড়িয়ে গেছে দল তোষণের প্রশ্নে। বিরোধী রাজনীতির কোনও পরিসর দিতে রাজি নয় তৃণমূল সরকার। ফলে বিরোধীর রাজনীতি করার সংগঠনে বাড়ানোর যে কোনও প্রচেষ্টা পদে পদে প্রশাসন দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। এক দিকে আগ্রাসী রাজনীতির আক্রমণ, অন্যদিকে প্রশাসনিক নগ্ন পক্ষপাতিত্ব, এই দুই চাপের মুখে কর্মীদের রাজনীতির ময়দানে খেলতে নামানো কতটা হিম্মতের কাজ তা দিলীপ ঘোষ ছাড়া কারোর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কর্মীদের মনোবল ও সাহস সরবরাহ করার একমাত্র উপায় হল দিলীপ বাবুর মস্তান সুলভ ধমক। নেতাদের কাছে না হোক কথায় বড় হতে হবে। কারণ কথা বেচাই হল বর্তমান রাজনীতির জীয়ন কাঠি। তাই কর্মীদের মনে সেই সাহস জোগাতে হবে যার জোরে তারা প্রশাসনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করার বল পায়। আমরা বুক পেতে দেব, দেখি ওদের কত বোমাগুলি আছে। এই কথায় কর্মীরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। ''আমাদের একটা মারলে ওদের পাঁচটা মারব''। পুলিশ মিথ্যা কেসে ফাঁসালে পুলিশ ধরতে

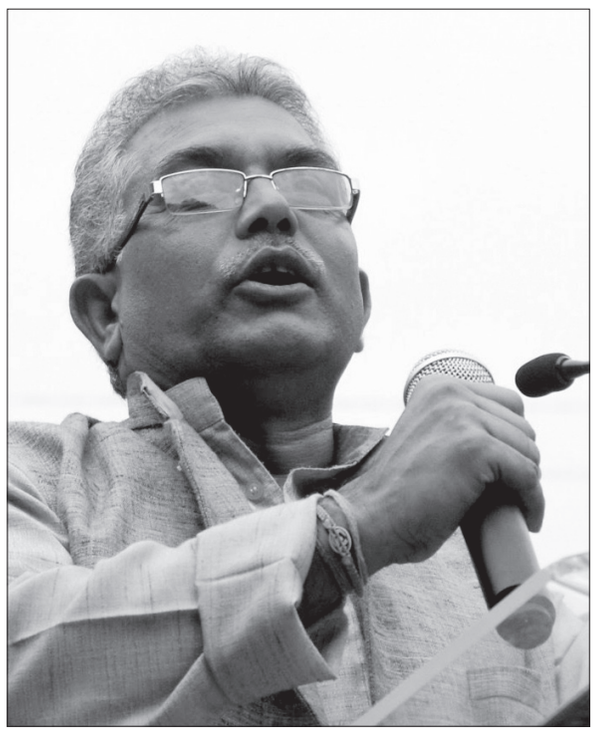

এলে গাছে বেঁধে রাখব।'' এই সব কথাতেই কর্মীরা চাঙ্গা হবে। পুলিশ এবং তৃণমূল গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মনোবল বাড়বে। আর সেই কাজটাই সচেতনভাবে দিলীপ ঘোষকে করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে।

যেখানে প্রশাসনের মিনিমাম সৌজন্যটুকু নেই। সেখানে রাজনীতির সৌজন্য আসবে কী করে? বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ গত বছর কলকাতায় এসে চেতলার যে বস্তি বাসীর বাড়িতে ফল মিষ্টি খেয়েছিল, সেই বাড়ির গৃহকত্রী বলেছেন যে তার ছেলের একটা চাকরির সুযোগ এসেছিল– কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে তা কেটে যায়। অমিত শাহকে খেতে দেওয়ার জন্য ছেলেটার চাকরি হল না। এই যদি প্রশাসনিক নমুনা হয় তাহলে রাজনীতি কোন পথে চলতে পারে? অন্য রাজ্যে প্রশাসনের এতো নির্লজ্জ পক্ষ পাত করে প্রশাসনিক সৌজন্যকে জলাঞ্জলি দেয় না। তাই সেই সব রাজ্যে ধমক দেওয়া ভাষণও দিতে হয় না বিরোধী দলকে। কংগ্রেস সিপিএম বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু দল। তাদের নতুন করে সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রধান বিরোধী দল যেহেতু বিজেপি তাই তাদের সঙ্গে টক্কর বেশি তৃণমূলের। সেই টক্কর মোকাবিলায় গান্ধীবাদ অচল দুপক্ষের কাছেই। তাই অনশন ধারনায় প্রশাসনের চৈতন্য উদয় হবার আশা নেই। পাল্টা মার পাল্টা হুমকির জোরেই প্রশাসনকে কিছুটা দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ছাড়া দিলীপ ঘোষের কাছে আর কোনও পথ নেই। তাই বাংলায় অসৌজন্য রাজনীতির দায় শুধু দিলীপ ঘোষের হতে পারে না।

## জেলার খবর

# সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার জন্য নিমসৃজন উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিংঃ** –দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার তাগিদে প্রায় ১৬০০ নিম গাছের চারা লাগানো হল এলাকায়। ক্যানিং এর পুরনো নৌকাঘাট রোড থেকে মাতলা ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ২ কিমি রাস্তার পাশে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে এলাকার মহিলাদের দিয়ে এই নিম গাছ লাগানোর কাজ করলো মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির ফল

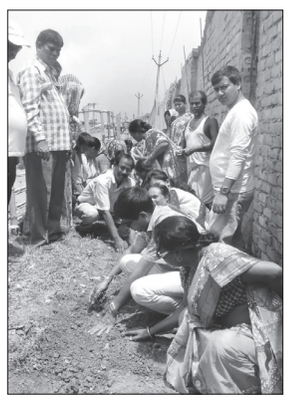

ও ফুল গাছ লাগানোর ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিম গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং মানব জীবনে কতটা উপকারি তা কারোর কাছে অজানা নয়। এই নিম একটি ঔষধি গাছ যার ডাল, পাতা, রস, সবই কাজে লাগে। নিম বহু বছর বাঁচে ও চিরহরি বৃক্ষ।এই নিম গাছ বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কার্যকরী। তাছাড়া নিম গাছ সহজে মরেও না। এক একটি গাছ প্রায় গড়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাঁচে। সেই কারণেই মাতলা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই নিমগাছ লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়। এদিনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগীয় বন দফতরের বিভিন্ন কর্মী ও আধিকারিক এবং ক্যানিং ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

# বিয়ের পিঁড়িতে নয় নাবালিকা পড়তে চায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নাবালিকা ছাত্রী চালিয়ে যেতে চায় পড়াশোনা। পাত্রর বাড়ি ঘুটিয়ারি শরিফে বাড়ি। বড় কারখানায় কাজ করে , বি এ পাশ এমন ছেলে পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করতে পারেনি বাবা মা , মেয়েকে বোঝানো হয়েছিল বিয়ের জন্য। বাবা –মার চাপে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মেয়ে রাজি হয়েছিল বাবা–মার কথা রেখে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। সেই মতই বুধবার সকালে ছোট করেই বারুইপুরের বেলে গাছি পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ঘোলা সর্দার পাড়ার বাড়িতে বসেছিল বিয়ের আসর। বাড়ির মহিলারাও রান্না করার জন্য তোড়জোড় করছিল। পাত্রী তার দিদির বাড়ি গিয়েছিল হাতে মেহেন্দি সাজতে। দোকানে বিয়ে বাড়ির জন্য মাংসের অর্ডার দেওয়াও হয়ে গিয়েছিল ,এলাকার ৫০ –৬০ জন লোক বিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রিত ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার এই বিয়ে বাড়িতে সকাল ১১ টার পর আচমকা হাজির বারুইপুর বিডিওর প্রতিনিধি মোহিত ঘোষ। সঙ্গে বেলেগাছি পঞ্চায়েতের কর্মী ও বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দেখে অবাক পাত্রীর বাবা –মা। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা –মা কে ডেকে বিডিওর প্রতিনিধিরা ও বারুইপুর থানার পুলিশ বোঝায় মেয়ের বয়স ১৫ বছর। ১৮ বছর না হলে বিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে বিয়ে দিলে কি কি শারীরিক সমস্যা হতে পারে তাও বোঝানো হয়। শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পাত্রী নিজেও এসে প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে জানায় সে পড়তে চায় ,বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চায় না। নিজের মেয়ের কাছ থেকে এই কথা শুনে পাত্রীর বাবা নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে। পাত্রীর বাবা স্থানীয় চিকিৎসক আবু জাফর কেও আধিকারিকরা বোঝান। সরকারি প্রকল্পের কি কি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সম্যক ধারনা দেওয়া হয়। শেষে পাত্রীর বাবা –মা মুচলেকা দেয় মেয়ের ১৮ বছর বয়স না হলে বিয়ে দেবে না। এই ঘটনায় খুশি ওই ছাত্রীর বান্ধবিরা ও এলাকার বাসিন্দারা। শেষমেষ প্রশাসনের তৎপরতায় বন্ধ হয় নাবালিকার বিয়ে।

# ডিএলএড–এ ভর্তির শেষ সুযোগ এবছরই

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সোনারপুরের দেবনারায়ণ শিক্ষা সংস্থান (বিএড এং ডিএলএড) কলেজের বিভাগীয় প্রধান দেবাশিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে এদিন কথা বললেন আমাদের প্রতিনিধি। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এনসিটিই–এর নির্দেশ অনুসারে চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড বিএ বিএড/বিএসসি বিএস–এর পাঠ্যক্রম চালু হতে চলেছে। এই নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে যার কারণে ভাবী শিক্ষক যারা ডিএলএড ট্রেনিং নিতে ইচ্ছুক তাদের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যথাযথ তথ্য জানতে চাওয়া হলে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও বিভাগীয় প্রধান দেবাশিসবাবু জানান, বর্তমানে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার জন্য টেট পরীক্ষায় বসে হলে ডিএলএড–এর যোগ্যতা আবশ্যিক। ২০১৮–২০২০ শিক্ষাবর্ষে এই কোর্সটির ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে এবং এবছরই এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার শেষ সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতা শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ (সংরক্ষিতদের জন্য ৪৫ শতাংশ অথবা বিএ/ বিএসসি/ বি কম পাশ নির্বাচিত করা হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি দেবনারায়ণ শিক্ষা সংস্থান কলেজে গেলে দেখা যায় কলেজের সম্পাদক নারায়ণ দেবনাথ সুবিশাল পরিকাঠামো সহ এনসিটিই–র যাবতীয় যোগ্যতা সূচক শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। কলেজটিতে চারতলা ভবন সহ রয়েছে কম্পিউটার সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি, উন্নত সফটওয়্যার পরিবৃত দুটি লাইব্রেরি, স্মার্ট ক্লাসরুম, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি এবং সর্বোপরি রয়েছে একটি মনোরম

প্রাকৃতিক পরিবেশ যা এই কলেজের পঠনপাঠনের জন্য যথোপযুক্ত। এই কলেজে প্রশিক্ষণ প্রার্থী ভাবী শিক্ষক যথাযথ আধুনিক শিক্ষা–প্রযুক্ত সহকারে শিক্ষা প্রদান করা হয় যাতে তারা আগামী দিনে সুযোগ্য শিক্ষক হিসাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারে। এবং আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তিতে পাঠদান করতে পারে। এ বিষয়ে এই ধরনের কোন সেল্ফ ফিনান্স কলেজগুলিসহ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতের গৌরববৃদ্ধি করে চলেছে সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

## দেশ দেশান্তরে

# উদ্ধারের মডেল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অবশেষে স্বস্তি। তাইল্যান্ডের জলমগ্ন থাম লুয়াং গুহা থেকে বার করে আনা হল ১২ জন কিশোর ও তাদের ফুটবল কোচকে। সে এক বিষম যুদ্ধ। গুহা বনাম মানুষের। দেশ বিদেশের নৌ বিশেষজ্ঞ, নাবিক, ডুবুরি, উদ্ধারকারী এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল

তাইল্যান্ডের। সফল হয়েছে অভিযান। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া ১৩ জন এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিপর্যয় মোকাবিলায় উদ্ধার অভিযানের ইতিহাসে থাম লুয়াং এক মাইলস্টোন হয়ে থাকল। উদ্ধার কাজের প্রশিক্ষণে এই অভিযান কাজে লাগবে।

# মুম্বই কি পানি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০১৫ সালের ভয়াবহ জলাতঙ্ক ফের ফিরে এল ২০১৮–য়। মুম্বই খাবি খাচ্ছে জলের তলায়। যথেচ্ছ প্লাস্টিক ব্যবহার, আবর্জনার ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি এই মানবকৃত বন্যার মূল হাতিয়ার। সুপ্রিম কোর্ট বারবার সতর্ক করেও কোনও কাজ হয়নি। ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মানব সভ্যতায় কত

অবহেলিত মুম্বই তার প্রমাণ। সরকার আসে যায়, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়। বর্তমান সরকার অবশ্য মুম্বই বাঁচানোর বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে। তবে তার সুফল কবে মিলবে তা বলবে ভবিষ্যত। মুম্বইয়ের পথে হাঁটছে কলকাতাও। প্রশাসন, মানুষ কারোরই হেলদোল নেই।

# জল বাঁচাতে ভিডিও বানাও, পুরস্কার পাও

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জল সংরক্ষণ নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রক জল বাঁচাও, ভিডিও বানাও, পুরস্কার পাও শীর্ষক এক প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। জলের সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশের মানুষকে সামিল করাই এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের MyGov' পোর্টালের সহযোগিতায় মন্ত্রক এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবে। প্রতিযোগিতা গত মঙ্গলবার শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর তিনজন বিজেতাকে মনোনীত করা হবে। এই প্রতিযোগিতায় যে কোন ভারতীয় নাগরিক অংশ নিতে পারবেন। এজন্য তাকে MyGov' ওয়েবসাইটের প্রতিযোগিতা শীর্ষক পেজের ভিডিও লিঙ্ক সেকশনে ভিডিওটি আপলোড করতে হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদেরকে তাঁদের সৃজনশীলতা, মৌলিক গুণ, কারিগরি উকর্ষতা, শৈল্পিক বুদ্ধিমত্তা, ভিডিওর গুণমান ও গঠনের ওপর ভিত্তি করে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা পুরস্কারস্বরূপ যথাক্রমে ২৫ হাজার টাকা, ১৫ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকা পাবেন। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে প্রতিটি ভিডিওর সময়সীমা দু'মিনিট থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে হতে হবে। সেইসঙ্গে হিন্দি, ইংরেজি বা অন্য যে কোন ভাষায় ভিডিওটি আপলোড করতে হবে। ভিডিও তৈরির সময় ভারতীয় কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ এবং তৃতীয় কোনও পক্ষের মেধা সম্পত্তি অধিকার আইন যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

# বীরভূম

## রেলগেটের যন্ত্রণা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বীরভূম জেলার উত্তরদিকের শেষ স্টেশন রামপুরহাট মহকুমার মুরারই–১ নং ব্লকের অন্তর্গত রাজগ্রাম। সাহেবগঞ্জ – বর্ধমান লুপলাইন রাজগ্রামকে পূর্ব – পশ্চিম দুভাগে ভাগ করেছে। পাথর খাদান শিল্পাঞ্চল হিসাবে পরিচিত রাজগ্রাম এলাকা। হাওড়া–কলকাতা, শিয়ালদহ, রাজগীর, জয়নগর, বর্ধমান, বারহাওড়া, মালদহ সহ উত্তরবঙ্গ যাওয়ার একাধিক প্যাসেঞ্জার ও এক্সপ্রেস ট্রেন এবং মালগাড়ি রাজগ্রাম স্টেশনের

উপর দিয়ে যাতায়ত করে। ট্রেন এবং মালগাড়ি যাওয়ার সময় বন্ধ থাকে রাজগ্রাম রেলগেট। রেলগেট খোলার পর দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। রোজকার সমস্যা পথযাত্রীদের। বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক শিক্ষিকা এমনকি অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত আটকে পড়ে রেলগেটের যানজটে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। দাবি উঠছে আন্ডারপাস রাস্তা তৈরির। স্থানীয় বাসিন্দা রাইহান রেজা, মন্টেন মুন্সি, তানজিন আহাম্মেদ, সত্যজিৎ রাই, আনোয়ার হোসেনরা বলেন, 'রেলগেট বন্ধ হলে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রেলগেট খোলার পর লেগে যায় যানজট। তাই খুব দরকার একটি আন্ডারপাস রাস্তার'।

## ট্রান্সফর্মার বসানোর দাবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজগ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ডুয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় গত একমাসে বিকল হওয়ায় তিনবার পাল্টানো হয়েছে ৬৩কেভির

ট্রান্সফর্মার। ১০০কেভি ট্রান্সফর্মার বসানোর দাবি করলো স্থানীয় বাসিন্দারা। এই দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, হুকিং-র জন্য বারবার বিকল হচ্ছে ট্রান্সফর্মার। ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলে নি বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের মুরারই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পল্লব মন্ডলের।

## নির্যাতিতাকে দেখতে হাসপাতালে বিজেপির মহিলা মোর্চা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৬ জুলাই পাড়ুই থানার মহুলারা গ্রামে রাত্রি আটটা নাগাদ বাজার করে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীরা পনেরো বছর বয়সী এক আদিবাসী নাবালিকাকে ক্যানেলপাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ক্যানেলপাড় থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় নাবালিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় স্থানীয় বাসিন্দারা। বোলপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিতা। নির্যাতিতাকে দেখতে রবিবার দুপুরে বোলপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে যান বিজেপি মহিলা মোর্চার মালদহ ও বীরভূম জেলা অবজার্ভার অনামিকা ঘোষ, জেলা সভানেত্রী অনুরাধা ঘোষ, সাধারণ সম্পাদিকা সুজাতা ঘোষ, অঞ্জলি সাহা,তনুজা দাস সহ আট সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। পাশে থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। জেলায় লাগাতার নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিজেপি মহিলা মোর্চার মালদহ ও বীরভূম জেলা অবজার্ভার অনামিকা ঘোষ।

## বোমায় জখম তৃণমূল নেতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমায় জখম হল সাত্তোর অঞ্চল কমিটির তৃণমূল সদস্য শেখ ইউসুফ। প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়।

## চোরাবালিতে কিশোরের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে গোরু চরাতে গিয়ে গোরু নদীর জলে নেমে যায়। সেই গোরুকে উদ্ধার করতে গিয়ে সাঁইথিয়ার ময়ূরাক্ষী নদীর চোরাবালিতে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল বোধন মুর্মু নামে এক কিশোরের। বাড়ি সাঁইথিয়া বোলসন্ডা কলোনি। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দিদিমার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এসে লেলেগড় গ্রামের কাছে অজয় নদের চোরাবালিতে ডুবে মারা গেল ভীষ্ম গায়েন (২৩)। বাড়ি রাজস্থানে। সাঁইথিয়া থানার মদনপুরে সেচ ক্যানেলে পড়ে মারা গেল দেড় বছরের রকি বাউড়ী। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

**২১শে জুলাইয়ের সমর্থনে গড়িয়া ৫ নম্বর বাস স্ট্যান্ডে বিকেল ৫টা থেকে এক প্রস্তুতি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শওকত মোল্লা ও কার্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার, সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম সহ সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অমিতাভ দত্ত।**

# তৃণমূল এখন পিসি–ভাইপোর পার্টিতে পরিণত হয়েছে ঃ তীব্র কটাক্ষ মুকুলের

**মলয় সুর ● বৈদ্যবাটি**

বাংলায় এখন তৃণমূল বলে কোনও দল নেই। ওটা এখন পিসি ভাইপোর দলে পরিণত হয়েছে। রবিবার বিকালে বৈদ্যবাটি চাঁপদানি ডালহৌসি জুট মিল মাঠে বিজেপির এক সভায় এমনই কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। এদিন সভার শুরু থেকেই তৃণমূলকে কড়া ভাষায় তোপ দাগেন তিনি। বাংলা সিপিএমের আমলে চৌত্রিশ বছর পিছিয়ে থাকলেও তৃণমূলের সময়ে তা একশো বছর পিছিয়ে গিয়েছে বলে কটাক্ষ করেন মুকুলবাবু। তিনি বলেন, সিপিএমের আমলে ৩৪ বছরে তারা ঋণ করেছে। আর তৃণমূল ছ'বছরেই ৫ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এদিন মুকুলবাবুর বক্তব্যে যে শুধু বিগত দিনের বাম আমলের সঙ্গে তৃণমূলের তুলনা ছিল তা নয়। উঠে আসে বঙ্গ ভোটের হাল হকিকৎ ও রাজ্য রাজনীতি এমন কি রাজ্যের প্রতিটি কলেজে কলেজে ভর্তির বিবরণ ও কাটমানি প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি। কিভাবে এই রাজ্যে ভোটের কাউন্টিং টেবিলে ভোট লুঠ হয়, এখানে কোথাও প্রার্থী দিতে দেওয়া হয় না। কিংবা কেউ প্রার্থী দিলেও তাঁকে জোর করে তুলে দেওয়া হয়। বীরভূমের কেষ্ট তথা অনুব্রত মণ্ডলের একাধিক বেনামি সম্পত্তির হিসাব সম্পর্কে তুলে ধরেন মুকুলবাবু। এরই পাশাপাশি হুঙ্কার দেন মুকুলবাবু, বঙ্গ ভোটে শাসকদল প্রার্থী দিতে না দেওয়া কিংবা ভোট লুঠ ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে বাংলায় কত শিল্প এসেছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান তিনি। বাংলার মানুষকে সর্বদাই বোকা বানাচ্ছেন। প্রায়ই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ যাচ্ছেন। শিল্প আনতে কমপক্ষে ১২০ জন নিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন লন্ডন, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে। মুকুলবাবু আরও বলেন, আপনি যদি দু'শতাংশ শিল্প এসেছে দেখাতে পারেন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমি কোনও কথা বলা ছেড়ে দেব। এদিন চাঁপদানিতে বেশ কয়েকটি জুট মিল থাকার দরুণ হিন্দি ভাষাভাষী লোকের জমায়েত ছিল প্রচুর। মাঠভর্তি এই ভিড় দেখে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করেন। রবিবার অনুষ্ঠান মঞ্চে মুকুলবাবুকে সংবর্ধনা দেন শ্রীরামপুর মহিলা মোর্চার সভাপতি রীতা চক্রবর্তী, এছাড়া ছিলেন বিজেপির নেতা রাজকুমার পাঠক, শ্রীরামপুর বিজেপি সংগঠনের কনভেনার ঋতব্রত সেনগুপ্ত, বিজেপির ওবিসি সেলের রাজ্য সভাপতি স্বপন পাল প্রমুখ।

# রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঘরবন্দি হালদার বাড়ির রথ

**অরিজিত মণ্ডল**

**ডায়মন্ড হারবারঃ** সামনে রথ , অথচ ধনেবেড়িয়ার ৩০ ফুটের সেগুন কাঠের রথে চড়ে এখন মাসির বাড়ি যাওয়া হয় না জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মানুষের উপচে পড়া ঢেউ আর নেই। ১৫ বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঘর বন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে ধনেবেড়িয়ার হালদার বাড়ির রথ।

ডায়মন্ড হারবার থেকে ২ কিলোমিটার দূরে ধনেবেড়িয়ার রথযাত্রার সূচনা হয় স্বর্গীয় রাখাল চন্দ্র হালদারের হাত ধরে। গ্রামের মানুষদের রথ টানার আনন্দ উপভোগ করাতে এই প্রয়াস নেন রাখাল চন্দ্র হালদার ।এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ধনেবেড়িয়ায় বসতো বৃহৎ মেলাও । সেগুন কাঠের তিনতলা উচ্চতার সমান রথ দেখতে গ্রামের বাইরের থেকেও আসা মানুষের ভিড় হত বেশ দেখবার মত। ধনেবেড়িয়া থেকে মাসিরবাড়ি নিউমাধবপুরে নিয়ে যাওয়া হত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে। চার প্রজন্ম ধরে চলে আসা রথযাত্রা এখন রাস্তার সংকীর্ণতা ও রক্ষণাবেক্ষণার অভাবে টিনের চার দেওয়ালে বন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে। রথ বন্ধ থাকলেও পূজা হত নিয়মমাফিক। গত বছর থেকে গ্রামবাসীদের কথা ভেবে বড় রথের পরিবর্তে লোহার একটি ছোট রথ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে গ্রামবাসীদের মনে প্রশ্ন একটাই আবারো কি চালু হতে পারে তাদের পুরানো ঐতিহ্যবাহী রথ। সেই আশায় দিন গুনছে তারা।

# শুরু বাওয়ালি–নোদাখালি টোটো

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৩ জুলাই দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার দক্ষিণ বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ড থেকে নোদাখালি চৌরাস্তা পর্যন্ত টোটো পরিষেবা শুরু করল তৃণমূলপন্থী টোটো ইউনিয়ন। সংগঠনের সম্পাদক দীপেন মণ্ডল জানালেন, আপাতত ১২টি টোটো এই পথে চলবে। নোদাখালি পর্যন্ত ভাড়া ছিল ১২ টাকা, ওটা এখন থেকে ১০ টাকা হবে। আগামী দিনে আরও টোটো বাড়বে। টোটো পরিষেবায় এলাকার মানুষরা অত্যন্ত খুশি। সংগঠন থেকে টোটো চালক ও তাদের পরিবারের বিপদের দিনে সাহায্যও করা হবে। সংগঠনের সভাপতি হবে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি স্বপন কুমার রায়। অন্যান্য সদস্যরা হলেন নবীন প্রামানিক, শেখ লালু, নুরুদ্দিন প্রমুখ।

# ডাঃহারবারে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৯ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্র ভবনে আগামী ২১ জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলা চলো সমাবেশ সফল করতে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি হাজি নুরুল ইসলাম, মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, মন্টুরাম পাখিরা, বিধায়ক দীপক হালদার, দিলীপ মণ্ডল প্রমুখ। রাজ্য সভাপতি বলেন, আগামী ২১ জুলাই ধর্মতলার

সভা কানায় কানায় ভরিয়ে দিতে হবে। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী যে দিন রাত পরিশ্রম করছেন তার খতিয়ান তিনি তুলে ধরেন। সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি আবুল কাসেম রসুলী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতাদর্শেই সংগঠন কাজ করে যাবে। সংগঠনের জেলার কার্যকরী সভাপতি আব্দুর রহিম খান বলেন, বাংলায় সম্প্রীতির বাতাবরণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। এখানে সাম্প্রদায়িক বিজেপির কোনো স্থান নেই। কাজ করছেন দিদি আর নাম ফাটাচ্ছেন মোদী।

# সম্প্রীতির রথের রশিতে হাত লাগাবেন আয়েব–কালীরা

**পার্থ ঘোষ :** আমাদের দেহের শত্রু রোগ,মনের শত্রু অস্পৃশ্যতা,আর সমাজের শত্রু সাম্প্রদায়িকতা। আর এই মানব দেহেই বিরাজ করে পশুত্ব ও মানবধর্ম। পশুত্বের নগ্ন জাগরণই সাম্প্রদায়িকতার মতো সংঘাতের আগুনকে কখনও কখনও উসকে দেয়। আবার মানবধর্মের বিকাশ ,ওই পশুত্ব কেই নিধন করে শান্তি–সখ্য–সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ায় যে সহায়ক হয় তা সকলের জানা। আর এই সর্ব ধর্মের সহাবস্থানই যে সামাজিক সভ্যতা,সংস্কৃতি

ও জীবনচর্চার ভিত্তিভূমি হয়ে উঠতে পারে তা আরও একবার প্রমাণ করে দিচ্ছেন বারাসাত বনমালিপুরের কালী, সাবির,বুলন,আয়েব আলিরা। ওরা সকলে মিলে কখনো নামাজের ময়দান ঠিক করেন তো কখনও দুর্গাপুজোর প্রতিমা তৈরিতে হাত লাগান। বর্তমানে বনমালিপুরের এই প্রবীণ নাগরিক কমিটির যুবরা হাত লাগিয়েছেন এক রথ তৈরিতে। হাতে হাত লাগিয়ে লোহা লক্কর এর ঠুন ঠান শব্দ করে আপ্রাণ চেষ্টা করে খাড়া করছেন জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার আদরালয় টিকে। হ্যাঁ, ওরা অনুষ্ঠিত করতে চলেছেন প্রথম বর্ষ রথযাত্রার। স্থানীয় মানুষ থেকে জনপ্রতিনিধি,সকলেই রথের উদযাপনের দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। উদ্যোক্তারা কিন্তু চালাচ্ছেন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। চাকা লাগিয়ে রথ প্রায় তৈরি যাত্রা করতে। রথের দিন রথের রশি ধরবেন অনেকেই,কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক যোগসূত্রিতার রশি যে আয়েব,কালী দের হাতে থাকবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

# রমরমা মোবাইল ইলিশের

**প্রথম পাতার পর**

কাকদ্বীপ ফিশার ম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, 'প্রতি বছরই ট্রোল নেটে খুবই ছোট ইলিশ ধরা পড়ে। এই ইলিশগুলো ধরা মানেই মৎস্যজীবীদেরও ক্ষতি। তবে কোন ট্রলার করে এই পিল ইলিশগুলি আসছে তা এখনও ধরা সম্ভব হয়নি। অতঃপর, আমরা মৎস্য দফতরকে জানিয়ে দিয়েছি নামখানা থেকে কাকদ্বীপ, নিশ্চিন্তপুর এবং ডায়মন্ড হারবারের প্রতিটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও আড়তে সতর্ক বার্তা দিন এবং যেসব ট্রলার এই সব ছোট ইলিশের চোরা কারবারের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। দরকার পড়লে বাতিল করে দিন অভিযুক্ত মৎস্যজীবী ও ট্রলারের লাইসেন্স'। এর পাশাপাশি মৎস্য দফতরের সহমৎস্য অধিকর্তা সুরজিৎ বাগ জানান, 'সমুদ্রের তলদেশ থেকে মৎস্যজীবীরা ট্রোল নেটের মাধ্যমে যে দ্রুত গতির প্রক্রিয়ায় মাছ ধরে তাতে ছোট মাছ ধরা বেশি পড়ে। তবে যদি ধীর গতিতে ট্রোল নেট ব্যবহার করা হয় তাহলে ছোট মাছের পরিমাণ জালে অনেক কম ধরা পড়বে। যেহেতু ৯০ শতাংশ মৎস্যজীবী সমুদ্রে ট্রোল নেটের মাধ্যমে মাছ ধরে, কিন্তু এই ট্রোল নেট শুধু যে মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা হয় তা নয়, অন্য কাজেও ব্যবহৃত হয়, তাই ট্রোল নেট আইনিভাবে নিষিদ্ধ করা সম্ভব নয়।

তবে এর বিকল্প ব্যবস্থা আনলেই এই ছোট ইলিশ জালে ধরা পড়বে না। এবং তার সঙ্গে মৎস্যজীবীদের নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতা শিবির করতে হবে। যাতে তারা এই ছোট ইলিশ না ধরে। তাহলে হয়তো সম্ভব হতে পারে।' তবে প্রশ্ন উঠছে মৎস্য দফতর ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে, কারণ এভাবে ছোট ইলিশের রমরমা বাজার চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আর ইলিশ দেখা যাবে না ইলিশপ্রেমী বাঙালির পাতে।

# নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল

**প্রথম পাতার পর**

তবে অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার ও বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা মেনেই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে তাঁদের পুর এলাকায়। বসিরহাট পুরসভার পুরপ্রধান তপন সরকার বলেন, 'আমাদের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কিছু সমস্যা আছে। তবে ডেঙ্গু সংক্রমণের কোনও খবর নেই।' তবে বারাসত সহ বিভিন্ন পুর এলাকার ফাঁকা জমিগুলিতে ময়লা আবর্জনা ভর্তি হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। যেগুলি ডেঙ্গু মশার আঁতুর ঘরে পরিণত হয়েছে। এমন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট পুর বাসিন্দাদের। এদিকে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের ঢিলেমি ও গাছাড়া মনোভাব ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের কপালে ইতিমধ্যে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

# হাইটেনশন তার থেকে হুকিং

**প্রথম পাতার পর**

একশ্রেণির লোক কোথাও অতি গোপনে আবার কোথাও প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে হুকিং করে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বিদ্যুত চুরি করে চলেছে। হুকিং ও ট্যাপিং করে গৃহস্থবাড়িতে বিদ্যুতের যাবতীয় চাহিদা তো মিটছেই এমনকি, নানা জায়গায় ছোটখাটো মেশিনপত্র চালিয়ে মোটা টাকা আয় করছে একশ্রেণির মানুষজন। এখনতো দামি ট্রান্সফরমার বসিয়ে হাইটেনশন তার থেকেও হুকিং করে বিদ্যুত চুরি করে সাবমারসিবল পাম্প, মোটর সহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনপত্র চালানো হচ্ছে। আর এধরনের হাইফাই হুকিং ব্যবস্থার পিছনে নাকি বিদ্যুত বন্টন দপ্তরেরই একশ্রেণির কর্তাব্যক্তিদের হাত রয়েছে, এমনটাই সাধারণ মানুষের অভিযোগ।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার কান্দরা ও রাজুর গ্রামের মধ্যবর্তী সুবিশাল মাঠে একাধিক জায়গায় হাইটেনশন তার থেকে হুকিং করার খবর মিলেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কান্দরা কলেজের পাশ দিয়ে একটি মেঠো পথ ওই মাঠের বুক চিরে রাজুর গ্রামের দিকে প্রসারিত। দিগন্ত বিস্তৃত ওই মাঠের উপর দিয়েই বৈদ্যুতিক খুঁটির সাহায্যে ১১০০০ ভোল্টের তার নানাদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এই তার থেকেই একাধিক জায়গায় হুকিং করে জলসেচের জন্য পাম্প, সাবমারসিবল প্রভৃতি চালানো হচ্ছে। এজন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একাধিক ট্রান্সফরমারও বসানো হয়েছে। প্রথমে হাই টেনশন তার থেকে ঝুলন্ত তারের মাধ্যমে ট্রান্সফরমারে বিদ্যু সংযোগ করা হয়েছে। তারপর সেই ট্রান্সফরমার থেকেই প্রয়োজনীয় বিদ্যুত সরবরাহ হচ্ছে।

রাজ্য বিদ্যু বন্টন দপ্তরের কেতুগ্রামের পাওয়ার সাপ্লাই অফিসের এক কর্তা জানালেন, অনেক আগে হাইটেনশন তার থেকে হুকিং করার জন্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তবে, পুনরায় এধরনের হুকিংয়ের খবর জানা নেই।

এই দফতরের এক আধিকারিক বলেন, রাজ্যজুড়ে শত শত জায়গায় হাইটেনশন তার থেকে এভাবেই হুকিং রয়েছে। বিদ্যুত বন্টন দপ্তরের কাটোয়ার বিভাগীয় অফিসের আধিকারিক কৌশিক মণ্ডল (ইনচার্জ, ডি ই) বলেন, রাজ্যজুড়েই সমস্ত ধরনের হুকিংয়ের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। কেতুগ্রামে এধরনের হুকিংয়ের বিষয়টা আমার জানা নেই। আমি এ বিষয়ে যথাযথ খোঁজ নেব।


পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে

২১শে জুলাই

মা মাটি মানুষের সমর্থনে

ধর্মতলা চলো

বিভাস মুখার্জ্জী (মনু)

সভাপতি–গড়িয়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস

# মহানগরে

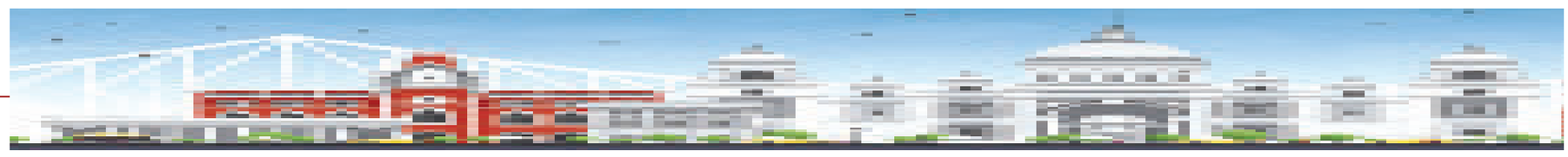

## বি আর সিং হাসপাতালে মিলল ডেঙ্গুর লার্ভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতার শিয়ালদহের এন্টালিস্থিত একটি প্রথম শ্রেণির হসপিটাল হল বিআর সিং রেলওয়ে । ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাবা রামরিক সিং প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ৮৫ বছর যাবৎ অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবাকার্যে নিয়োজিত আছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নিজের স্বাস্থ্যের প্রতিই অনেকটাই উদাসীন। গত ৭ জুলাই কলকাতা পুরসংস্থার 'র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম' পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের নেতৃত্বে মশার উৎস বিনাশে বিশেষ অভিযান চালায়। ওই টিম এদিন এই হাসপাতালের সাতটি জায়গায় জমা জলে ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী মশার লার্ভা খুঁজে পায় এবং সেগুলি ধ্বংস করে। ক্যান্টিন বিল্ডিংয়ের ছাদে দু'টি জায়গায় মশার পিউপা পাওয়া গিয়েছে। ক্যান্টিনের পাশের ড্রেনে কিউলেক্সের লার্ভা। হাসপাতালের পিউ বিল্ডিং–এর ছাদে দু'টি জায়গায় জমা জলে এডিস মশার পিউপার এবং এখানেই চারটি খোলা জলের ট্যাঙ্কে অ্যানোফিলিস ও এডিস পিউপা লক্ষ্য করা যায়। নিউ বিল্ডিংয়ের কার্নিশে জমা জলে এডিস ও অ্যানোফিলিস মশার পিউপা কিলবিলে রত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়। মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, এই হাসপাতালের চত্বরের পরিস্থিতি আগের থেকে প্রায় ৮০ শতাংশ উন্নতি হয়েছে। স্টাফ কোয়ার্টারস–এর পাশের ডাঁই হওয়া জঞ্জাল সরানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ওই হাসপাতালের অধিকর্তাও পুর আরএটি–এর সঙ্গে অভিযানের সময় ছিলেন।

## নতুন ভারত গঠন ও দেশের উন্নয়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ : পীযূষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চলতি অর্থবর্ষের শেষ নাগাদ ভারতে সৌরশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হবে। আগামী মাসগুলিতে আরও বায়ুশক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কলকাতায় (সোমবার) বণিকসভা ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ্ কমার্স (আইসিসি) আয়োজিত এক আলোচনাসভায় একথা জানান কেন্দ্রীয় কয়লা, রেল তথা অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি আরও জানান, সৌরশক্তি কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব হওয়ার জন্য রান্নার কাজে একে ব্যবহারে পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সৌরবিদ্যু উপাদন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি হওয়ায় ভারত দ্রুত কার্বনমুক্ত শক্তি উৎপাদনের এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। মন্ত্রী গোয়েল আরও বলেন, ভারত ১৭৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ধার্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চলেছে এবং ২০২২ নাগাদ ২০০ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ থেকেই, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হয়।

প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, জনসুরক্ষা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি যোজনা প্রভৃতি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে গোয়েল বলেন, গরিব ও প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে এই প্রকল্পগুলি শুরু করা

হয়েছে। উজালা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, বিদ্যুত সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। সারা দেশে বিগত চার বছরে এই কর্মসূচির আওতায় ৯০ লক্ষ এলইডি বাতি বিতরণ করা হয়েছে। এই ধরনের বাতি বিতরণের ফলে বিদ্যুত বিলে ৪৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সেইসঙ্গে, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের নির্গমণ বার্ষিক আড়াই কোটি টন হ্রাস পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত চার বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথা উল্লেখ করে গোয়েল জানান, দেশের বাকি অংশের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলকে জুড়তে সরকার উন্নত রেল ও সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি গুণগতমানের শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, ২৪ ঘন্টা অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ ও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ করে চলছে। সরকার দেশের প্রতিটি মানুষকে আরও উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণভাবে জীবন–যাপনের সুবিধা প্রদানে দায়বদ্ধ। জিএসটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই কর ব্যবস্থার ফলে কর সংগ্রহের পরিমাণ বেড়েছে এবং সুপ্রশাসনের ফলে মানুষের মনে আস্থা ফিরে এসেছে।

পীযূষ গোয়েল নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এখানে প্রতিটি নাগরিক মর্যাদাপূর্ণ জীবন–যাপনে সমান সুযোগ–সুবিধা পাবেন এবং প্রান্তিক তথা দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রাতেও পরিবর্তন ঘটবে।

এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে রেলের চার বছরের সাফল্য শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে আইসিসি–র সভাপতি শাশ্বত গোয়েঙ্কা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রুদ্র চ্যাটার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## ডিজিটাল ব্যবসা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১১ জুলাই ২০১৮ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের ব্যবসা বৃদ্ধিতে আধুনিক মাধ্যম শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন ইবিজ ইন্ডিয়া কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের অরুণ আগরওয়াল, ইন্ডাস নেট টেকনোলজি–র সিইও অভিষেক রুংতা। অরুণ বলেন, অত্যাধুনিক এবং সুন্দর প্রোফাইল প্রয়োজন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য প্রয়োজন সুন্দর পণ্য প্রোফাইল যা দেখে আকৃষ্ট হবেন এবং চিনতে পারবেন গ্রাহকরা। অভিষেক রুংতা বলেন, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা চাহিদা বৃদ্ধি করে মার্কেটিং সুষ্ঠ ভাবে করা যায় এই ডিজিটাল মাধমে। মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আইটি কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জীব সাংঘি তার স্বাগত ভাষণে বলেন, ডিজিটাল মিডিয়ার দ্বারা ব্যবসা এখন এগিয়ে চলেছে।

## পুর অস্থায়ী কর্মীদের বেতন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পুর এলাকার অসুস্থ কুকুর ধরার জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক যে সমস্ত অস্থায়ী কর্মীরা রয়েছেন তাদের মাসিক বেতন হিসাবে কত টাকা দেওয়া হয়? পুর বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক যাদবপুরের ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের উত্তরে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতা পুরসংস্থা চলতি ২০১৮–র ১ জানুয়ারির থেকে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের সর্বশেষ তালিকা অনুসারে ২০১৮–র ৪ এপ্রিলে প্রকাশিত দৈনিক কাজের জন্য ৩৩৪ টাকা প্রত্যহ পায়। কর্মীরা ২৬ দিন কাজ করলে সম্পূর্ণ মাসের বেতন পায়। এই কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে কী কী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়? চয়নবাবুর অতিরিক্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে অতীনবাবু বলেন, কলকাতা পুরসংস্থা নিয়মানুযায়ী ওই অস্থায়ী কর্মীদের সাড়ে ১২ শতাংশ হারে তাদের 'ভবিষ্য–নিধি তহবিলে'র টাকা এবং ৪৫৭৫ শতাংশ হারে ইএসআই–এর টাকাও কলকাতা পুরসংস্থা দিয়ে থাকে। 'যেহেতু এদের কাজটি একটু বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সেহেতু তাদের যদি একটু বিশেষ সুযোগ–সুবিধা দেওয়া যায়। একটু স্পেশাল, ফেসিলিটি দেওয়া যায় তাহলে তারা একটু উপকৃত হয়।' চয়নবাবুর এই অতিরিক্ত বক্তব্যে, অতীনবাবু বলেন, নিশ্চয়ই বিষয়টি বিবেচনা করবো।

## রফতানিতে জোর ভারতের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প এবং অসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী সুরেশ প্রভু কলকাতায় গত ৭ জুলাই ২০১৮ এসএইচইএসই এক্সআইএল–এর এক রফতানি পুরস্কার অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে সারা দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যারা রফতানি করেন তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এই মন্ত্রকের থেকে। এরপর ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশন (এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত পূর্বাঞ্চলের জন্য) তাদের এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, রফতানি দিন দিন বাড়ছে যা ভবিষ্যতের জন্য সুখবর। ভারত এখন চিন, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার সঙ্গে রফতানি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

তিনি ডব্লুটিও প্রসঙ্গে বলেন রফতানি করবার জন্য লেটার অফ ক্রেডিট মুখ্য ভূমিকা নেয়। তাই ডব্লুটিও বিশ্বব্যাপী ব্যবসা করবার জন্য খুবই প্রয়োজন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন বিভিন্ন দেশ ডব্লুটিও–র প্রশংসা করছে। তাই ডব্লুটিও আমাদের বিশেষ চোখে দেখতে হবে। চিনের সঙ্গে এখন আমরা চাল রফতানিতে আবদ্ধ হয়েছি এবং ভারত পৃথিবীর সব কটি দেশের সঙ্গেই ব্যবসায়ে হাত মেলাতে চায়। রফতানিই প্রাধান্য পাবে আমাদের দেশে। সেক্ষেত্রে কিভাবে রফতানিকে আরও বাড়ানো যায় সেটা আমরা পর্যালোচনা

করছি। এরপর বণিক সভার এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসায় ভারত কতটা এগিয়েছে তা নিয়ে পর্যালোচনা হয়। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিসি–র সভাপতি শাশ্বত গোয়েঙ্কা এবং জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি রুদ্র চ্যাটার্জী।

**ছবি : উৎপল কুমার রায়**

# জেলার খবর

## বড়গাছিয়া বাজার নিত্য যানজটে নাজেহাল

**সঞ্জয় চক্রবর্তী :** হাওড়া জগৎবল্লভপুর–এর অন্তর্গত বড়গাছিয়া বাজার। এই বাজার মূলত দু–বার বসে। সকালে সকাল বাজার ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যা বাজার। জনবহুল এই বাজার দুটি এলাকার সবচেয়ে বড় বাজার। দূর দূরান্ত থেকে যেমন ব্যবসার জন্য মানুষ আসে তেমনি এই বাজারে ক্রেতাও আসে। বাজারের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে এলাকার মূল সড়কটি। এই রাস্তা দিয়ে হাওড়া ও কলকাতাগামী বাস যাতায়াত করে। আবার এই রাস্তাই হাওড়া, হুগলির যাতায়াতের প্রধান রাস্তা। সমস্ত রকম যানবাহন যাতায়াত এই রাস্তায়, লরি থেকে শুরু করে অটো–ট্রেকার, স্কুল ভ্যান, টোটো সবই। বাজারের অদূরে রয়েছে বড়গাছিয়া রেল স্টেশন। বাজারের মধ্যে থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে রেল স্টেশনের দিকে। আর এই রাস্তার সংযোগস্থলে নিত্য যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে।

**হাওড়া**

একদিকে ব্যস্ততম জনবহুল বাজার বাসে ওঠার হুড়োহুড়ি। অন্যদিকে রেল যাত্রীদের ব্যস্ততা। সব মিলিয়ে নিত্য যানজটের গেরোয় নাজেহাল সকলে। ঘটছে দুর্ঘটনাও। ট্রাফিকের কোনও দেখা নেই বলেই নিত্যযাত্রীদের অভিমত। যদি দেখা মেলে তাও ক্ষণিকের তরে। এই জায়গায় পাকাপাকি ট্রাফিকের দাবি নিত্যযাত্রী থেকে এলাকাবাসী সকলের। এখন দেখার প্রশাসনের পদক্ষেপে স্কুল–কলেজের পড়ুয়া থেকে নিত্যযাত্রী ও যানজটের সমস্যা থেকে কত দ্রুত মুক্তি পায়।

## রাস্তা নির্মাণ থমকে ক্ষোভ বাসিন্দাদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রাক্তন সেচমন্ত্রীর উদ্যোগে বালি নিশ্চিন্দা অঞ্চলের দু একটি রাস্তা বাদ সমস্ত রাস্তা অলিগলি মেরামত করে ঝাঁ চকচকে করলেও কিছু বাসিন্দার ক্ষোভ কিন্তু প্রশমিত করা যাচ্ছে না। সেই অঞ্চলটি হল নিশ্চিন্দা মধ্যপাড়া। বেশ কয়েক মাস যাবৎ দীর্ঘ এই রাস্তাটির মেরামত না হওয়ার কারণে বিশাল ক্ষোভের আকার ধারণ করেছে উক্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেই। নিশ্চিন্দা সাধারণ পাঠাগার থেকে শুরু করে উক্ত এলাকার বাসিন্দা তারাপদ তফাদারের বাড়ি ছাড়িয়ে বিশাল অংশ জুড়ে ভাঙাচোরা এবড়োখেবড়ো রাস্তাটির অবস্থা। ফলে দিনের ব্যস্ত সময়ে অফিস, স্কুল কলেজে যেতে গিয়ে অহরহ বিপদের মুখে পড়ছেন এলাকার বাসিন্দারা।এলাকায় গিয়ে দেখা গেল ভাঙাচোরা রাস্তাটির উপরে নতুন নতুন ইট পাশাপাশি পেতে দেওয়া হয়েছে। কোনও রকম সিমেন্ট বালি ব্যবহার করা হয়নি। ফলে যাতায়াতের কারণে দু একদিনের মধ্যেই ইটগুলি সরে গিয়ে তা আরও ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাড়াতাড়ির সময়ে সাইকেল, রিক্সা তো দূরের কথা পায়ে হাঁটতে গিয়েও হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন অনেকেই। এই বিষয়ে এলাকার দু তিনজন স্থানীয় বাসিন্দাকে প্রশ্ন করলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হয়ে তারা বলেন, নর্দমা তৈরির বাহানা দিয়ে রাস্তা তৈরি আটকে রাখা হয়েছে। কবে নর্দমা তৈরি হবে তাও পরিষ্কার নয় স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে। তবে নিশ্চিন্দা পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত তৃণমূল সদস্যা মিঠু গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বামীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন নর্দমা তৈরির জন্যেই রাস্তা নির্মাণ বন্ধ রাখা হয়েছে। নর্দমা তৈরি হয়ে গেলেই রাস্তা তৈরি শুরু হয়ে যাবে। কতদূর নর্দমা তৈরির কাজ বাকি আছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাজচন্দ্রপুর থেকে নর্দমা তৈরি হয়ে যাবে সাধারণ পাঠাগার এবং তারাপদ বসুর বাড়ি হয়ে নিশ্চিন্দা মেডি ক্লিনিকে গিয়ে শেষ হবে। এবং তারপরেই রাস্তা তৈরির প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। কিন্তু এই ভরা বর্ষায় নর্দমা তৈরির কাজ শেষ করে রাস্তা তৈরির কাজ কবে শেষ হবে তা নিয়েই ঘোর চিন্তায় এলাকার বাসিন্দারাই। ইতিমধ্যে নর্দমা রাজচন্দ্রপুর থেকে শুরু করে মিলন চক্র ক্লাব পর্যন্ত কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাদ বাকি কাজ শেষ হলেই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা হবে বলে জানা যায়।

## ভর্তিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দাদারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতার ভর্তির ছোঁয়া এবার সোনারপুরের কলেজে। তিরিশ জন বহিরাগতর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কলেজে ঢুকে বেধড়ক মারধর করে কলেজ পড়ুয়াদের। পুলিশ এসে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। সুমন মণ্ডল নামে এক পড়ুয়ার জখম হয়। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ বেশ কিছু বহিরাগত বিপুল, আহমেদ ও ইমরানদের নেতৃত্বে দলবল নিয়ে কলেজে ঢোকে। কলেজের নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিলে আঘাত করে সরিয়ে দেয়। তাদের সঙ্গে ছিলো আগ্নেয়াস্ত্র লোহার রড ও ইট বলে অভিযোগ। কলেজের অধ্যাপক উজ্জ্বল রায় জানান, কলেজের ভর্তি চলাকালীন এই সব বহিরাগতরা চলে আসে লাঠি সোটা নিয়ে। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্ধ। রাতে এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের ডাকেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার ( পার্থ) , বিবরণ শুনে পুরো ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার নর্দেশ দেন ।

## অন্য ওয়ার্ডের জলে থইথই ২৫ নং ওয়ার্ড

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ২৫ নং ওয়ার্ডের জলে ভাসছে কলোনি এলাকার বাড়ি ঘর। নিকাশি ব্যবস্থা ভালো নেই বলে ধুন্ধুমার লাগে এলাকায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে বিক্ষোভকারীরা। এই ঘটনায় তিন জন পুলিশ কর্মী আহত হয়। বিক্ষোভ তুলতে পাল্টা লাঠি চার্জ করলে বেশ কিছু বিক্ষোভকারী আহত হয়। রাজপুর–সোনারপুর ২৫ নং ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি সোনালী রায়ের বক্তব্য , বহু দিন ধরে ২৫ নং ওয়ার্ডে ২৬ ও১৭নং ওয়ার্ডের জল আসে। এই জল আমার ওয়ার্ড থেকে ড্রেনেজ হয়ে বেরিয়ে যায় ২৩ ও ১৮ নং ওয়ার্ডে । কিন্তু ২৩ নং ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি সৌমেন ঘোষাল চৌহাটি মোড়ে একটি রিজার্ভার করে বন্ধ করে দেয় জল যাওয়া। সেই কারণে জল জমছে সোনালী দেবীর ওয়ার্ডে। পাশেই শ্মশানের নাভি কুণ্ডুর জল , বাজারের মাছ মাংসের নোংরা জল। সব জল এসে জগদ্দল সরকারি কলোনি এলাকায় গিয়ে উপচে পড়ছে। বাসিন্দারা কেউ দুর্গন্ধে বাড়িতে বসবাস করতে পারছে না। যখন আমাদের মহিলা বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখায় , সেই সময় সৌমেন মোহন ঘোষাল বেশ কিছু এলাকার মহিলাদের নিয়ে এসে গণ্ডগোল পাকায়। এ বিষয়ে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাসকে অভিযোগ করা হয়। তিনি বলেন ড্রেনেজের বিষয়টি ইঞ্জিনিয়ার দেখবেন। কারণ তারাই অভিজ্ঞ লোক। সোনালী আরো

**রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভা**

বলেন সাধারণ মানুষ ২৫০–৩০০ জন পথ অবরোধ করে। প্রশ্ন হল কাউন্সিলর সৌমেন ঘোষাল রিজার্ভার তৈরি করার ফলে এতো বড় কাণ্ড ঘটে গেলো । এতো দিন ধরে শান্ত এলাকা ছিলো বলেই সবাই জানতো ।অবশেষে রাত ৮টায় সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায় নিজে এসে লাঠি চার্জ করে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

## তোলাবাজি নয়, নবাগতদের সাহায্য প্রাক্তনীদের

**অকারণ মুখোপাধ্যায়,বাসন্তী :** রাজ্য জুড়ে যখন একের পর এক কলেজে নবাগত ছাত্র ভর্তি নিয়ে একাধিক দুর্নীতি চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে, ঠিক তখন এক অন্য ধরনের চিত্র ধরা পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা বাসন্তী ব্লকের ভাঙনখালির সুকান্ত কলেজে। ছাত্র ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির পরিবর্তে এই কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরাই কলেজে ভর্তি হতে আসা ছাত্র ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ালেন । সুস্থভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া পালন করাই শুধু নয়, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ালেন এই কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। দরিদ্র, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ভর্তির টাকা পয়সা ও নিজেরাই চাঁদা তুলে মেটালেন এই সব সদস্যরা। নতুন কলেজে ভর্তি হতে এসে সিনিয়রদের এইভাবে পাশে পেয়ে খুবই খুশি নবাগত ছাত্রছাত্রীরাও।

**সুন্দরবন**

রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে যখন একের পর এক ছাত্র ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে গত কয়েকদিন ধরেই। পরিস্থিতি সামাল দিতে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। কলেজে ভর্তি হতে না পেরে দিন তিনেক আগেই এক মেধাবী ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে এ রাজ্যে। শিক্ষাক্ষেত্রে এমন অস্থিরতার পরিস্থিতির মধ্যে এক অনন্য ভিন্ন ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের সুকান্ত কলেজে। সেখানে ভর্তি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছ ছবি সমগ্র রাজ্যের কাছে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলো। ভর্তির জন্য তোলাবাজি, দুর্নীতিকে পিছনে সরিয়ে রেখে কলেজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা বিশেষ করে ছাত্র পরিষদের ছাত্র ছাত্রীরা এগিয়ে এলেন এই কলেজে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে। শুধুমাত্র কলেজের ভর্তি ফি দিয়েই কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন এই কলেজে আগত নতুন ছাত্রছাত্রীরা। শুধু তাই নয়, প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসা দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী যাদের ভর্তি ফি দেওয়ার মতো টাকাও ছিল না তাদেরকে কলেজের পুরাতন ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরাই চাঁদা তুলে ভর্তি ফি জোগাড় করে দিয়েছেন। এই ঘটনায় বর্তমান সময়ে সারা রাজ্যের কলেজ গুলির কাছে বিশেষ নজির সৃষ্টি করেছে সন্দরবনের এই কলেজ। উচ্চ শিক্ষার জন্য যখন শহরতলি, শহর কলকাতা সহ বিভিন্ন কলেজে যখন ভর্তির জন্য গিয়ে বিমুখ হতে হয়েছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সেখানে এই সুকান্ত কলেজে সিনিয়র দাদা দিদিদের পাশে পেয়ে খুশি নবাগত ছাত্রছাত্রী থেকে সকল অভিভাবক। এ বিষয়ে সুকান্ত কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অন্যতম সদস্য গালিব সরদার বলেন, রাজ্য জুড়ে যখন বিভিন্ন কলেজে দুর্নীতি চলছে তখন আমরা সুন্দরবনের ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছি মাত্র। এটা আমাদের নৈতিক কাজ বলেই আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা মনে করি। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অরুণাভ ঘোষও ভীষণ খুশি এই কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পেরে। এমন কাজের জন্য কলেজ চত্বরে তৈরি হয় উৎসবের পরিবেশ


পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে

২১ শে জুলাই শহীদ স্মরণে

ধর্মতলা চলো

তরুণকান্তি মণ্ডল

জনপ্রতিনিধি (ওয়ার্ড নম্বর ৫)

রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভা

# মাঙ্গলিকী

## বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৯ শে জুন জীবনানন্দ সভাঘরে কবি তনুজা চক্রবর্তীর প্রথম কবিতার বই 'একমুঠো অভিমান'–এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল অতি উষ্ণ পারিবারিক পরিবেশে। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে বরণ করে নেওয়া হল ছয় দশকের উজ্জ্বল কবি শ্রদ্ধেয় রত্নেশ্বর হাজরা, স্বনাম খ্যাত কবি গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁদের সাথে বরণ করে নেওয়া হল বরুণ চক্রবর্তী ('অতন্দ্র প্রহরী') ও আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের বরিষ্ঠ সাংবাদিককে।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় এলেন আলোক চক্রবর্তী। হাসিমুখে ছিমছাম সঞ্চালনা। বহুগুণীজন আজ যে তনুজা চক্রবর্তীর প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসেছেন তাঁর জন্যে সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি মঞ্চে কবি তনুজা চক্রবর্তীকে ডেকে নিলেন। কবি তখন 'কবি' নন সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে অনবদ্য উদ্বোধনী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। (অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সঙ্গীত তিনিই পরিবেশন করেন)। কবিতা ও গানে তনুজা দেবী 'সব্যসাচী' তা বোঝা গেল।

এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট জন তনুজা দেবীর বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন, মুহূর্তটি ধরা রইলো বহুজনের ক্যামেরায়— বোঝা গেল কবির 'বন্ধু সংখ্যা' অনেক... মঞ্চে উপবিষ্টজন তনুজা দেবীর কবিতার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

অতঃপর শুরু 'সাহিত্য সংস্কৃতির আসর'। সঞ্চালনায় এলেন তরুণী বৃষ্টি চক্রবর্তী। যথাযথ সঞ্চালনা। এদিন অনেক কবি নিজের কবিতা সরিয়ে রেখে তনুজা দেবীর সদ্য প্রকাশিত বইটি থেকে বেশ কয়েকটি কবিতা পাঠ করে শোনান। যেমন উদয় চক্রবর্তী, দীপন সেনগুপ্ত প্রমুখ– কবির সৃষ্টির কিছু ভাবধারা শ্রোতাদের হৃদয়ে পৌঁছে দিলেন। তনুজা দেবীও নিজের একটি কবিতা পাঠ করে শোনান। বহুকবি স্বরচিত কবিতাও শোনান– যেমন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, স্বরূপ চক্রবর্তী প্রমুখ। গীতা অধিকারী গানে সকলের মন জয় করলেন। এছাড়া ছিল কিছু ভাষণ। আসর অনেকটা এগিয়ে যাবার পর সভায় এলেন 'লাল পাহাড়ী' খ্যাত বাউল সঙ্গীত শিল্পী, কবি পেশায় ইঞ্জিনিয়র অরুণ চক্রবর্তী মহাশয়। তাঁকে মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হল। তিনি বিজ্ঞানের পরিভাষাতেই সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার কথা বললেন; শোনালেন তাঁর স্বরচিত অনবদ্য কবিতা। সেই সাথে বোঝা গেল তিনি বাচিক শিল্পীও বটে (তাঁর বলার মধ্যে কিছু রস সমৃদ্ধ কৌতুক মুহূর্তও থাকে। ফলে তাঁর ভাষণ সকলের মনকে চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে) শ্রদ্ধেয় শ্রী অরুণ চক্রবর্তী সভাকে যেন বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় পরিবর্তিত করলেন... এই রকম ঘরোয়া পরিবেশে এত কাছে থেকে এতো বড় মানুষটিকে পাওয়ার জন্যে কবি তনুজা দেবীকে অভিনন্দন...

এইভাবেই আসর চলতে থাকে অতি ঘরোয়া পরিবেশে– যেন রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সভা 'সেতু'–র সাপ্তাহিক সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার আসরই এদিন 'মঞ্চরূপ' পেল এই আসরের মাধ্যমে... তনুজা দেবীর বইয়ের সমালোচনা অদূর ভবিষ্যতে এই পাতাতেই প্রকাশিত হবে পত্রিকার প্রাজ্ঞ সমালোচকের কলমে। এই প্রতিবেদক বলতে চান তনুজা দেবীর কবিতার তিনি 'ভক্ত পাঠক'।

তনুজা দেবীর বইটির অনবদ্য প্রচ্ছদ অলংকরণ করে গেছেন অকাল প্রয়াত সুব্রত ভদ্র। এটিই নাকি তাঁর প্রচ্ছদ অলংকরণের শেষ কাজ– তনুজা দেবী অবশ্যই সৌভাগ্যবতী (তাঁর যে কোনও সৃষ্টির মাধ্যমেই সুব্রত ভদ্র বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে চিরকাল থেকে যাবেন— 'তুমি রবে নীরবে')।

সবশেষে আরও অভিনন্দন তনুজা চক্রবর্তীকে এক অতি উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যবস্থা করার জন্যে— 'সেলাম মহারাণী সেলাম!'...

## স্বপ্নারাণী স্মরণে মাতৃদিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অশোকনাথ–গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতির উদ্যোগে স্বপ্নারাণী বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল গত ৮ জুলাই ২০১৮ বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে। স্বপ্নারাণী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন হুগলি জেলার মশাটের বিখ্যাত জমিদার বংশের কন্যা। জন্মগ্রহণ করেন ৯ জুলাই ১৯৫১ সালে। পিতা বলাইচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতা পারুলবালা দেবী। প্যারীচরণ গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষা লাভের পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন উত্তর কলকাতার রামবাগানের স্বনাম ধন্য পণ্ডিত হরিহর বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রীর পৌত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়র দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি ছিলেন সদা হাস্যময়ী অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর এবং প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী। তার জীবনাবসান

ঘটে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫। এই মাতৃবন্দনার আয়োজন করছিলেন পার্থসারথী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তীর্থংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র। বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথী বন্দ্যোপাধ্যায় তার মায়ের স্মৃতিচারণা করে বলেন, মা শব্দটার অর্থ যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তা বুঝলাম মাকে হারানোর পর। মা ছিলেন আমাদের পরিবারের স্তম্ভ। সবসময় হাসি মুখে পরিবার সামলেছেন। মা'র স্মৃতিচারণ করতে করতে তার দুচোখ জলে ভরে যায় এবং অশ্রুয়াঞ্জলি দিয়ে মাকে শ্রদ্ধা জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি–র বিশ্বরূপ দে, সুতানুটি পরিষদের গোপীনাথ ঘোষ ও আরও অনেকে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন এবং সহযোগিতায় ছিলেন এই সমিতির সম্পাদক ডাঃ শান্তিনাথ ঘোষ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিমান কুমার ভট্টাচার্য। এদিনের এই অনুষ্ঠানে নেতাজির পরমপূজনীয় মা জননী শীর্ষক বিশেষ বক্তব্য রাখেন নেতাজি গবেষক তথা আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি তার বক্তব্যে নেতাজির তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে লেখা হৃদয়স্পর্শী চিঠি পড়েন এবং নেতাজির সঙ্গে তার মা জননীর যে নিবিড় সম্পর্ক তা তুলে ধরে তিনি বলেন পরবর্তী কালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু তথা গুমনামী বাবারও বার বার মা জননী এবং পিতৃদেবের কথা বলতে গিয়ে চোখ জলে ভরে উঠতো এবং উনি বিশেষভাবে দুজনের ছবিও নিয়ে ছিলেন যা পরবর্তী কালে প্রকাশ হয়েছে। তাতেই বোঝা যায় তার সঙ্গে তার মায়ের সুখ দুঃখের দৃঢ় সম্পর্ক ছিল।

এছাড়াও এদিনের শ্রোতাদের মধ্যে থেকেও অনেকের তাদের মাতৃদেবীর সম্পর্কে বলেন। নেতাজি পরিবারের এবং সমাজকর্মী রাজ্যশ্রী চৌধুরীও তার মার সঙ্গে কাটানো জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলো তুলে ধরেন এবং বলেন বছরে একদিন মাতৃদিবস না পালন করে প্রত্যেকটি দিনই পালন করা উচিত। অঘোষিত এই মাতৃদিবস অনুষ্ঠান সকলকেই বর্তমান সমাজের এক অন্যদিক বলেই উল্লেখ করেন। কারণ এখন বৃদ্ধাশ্রমে বা মা–বাবাকে ফেলেই তাদের পুত্র–কন্যারা পালিয়ে যাচ্ছে। এই সমাজে পার্থসারথী ও তীর্থংকর বাবুর মতো মানুষের খুবই প্রয়োজন।

## রবীন্দ্র – নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 'চরৈবেতি' পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে রাজগাঁও মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের বিরাট হলঘরে পত্রিকার সম্পাদক কুদ্দুস আলি ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মন্টেন মুন্সির সঞ্চালনায় মহাসমারোহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপযাপিত হল। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন ডা: আলি আসগর, প্রধান অতিথি শম্পা দাস, বিশেষ অতিথি লালমোহন দাস। দুই মহান কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুস্পার্ঘ্য নিবেদনের পর স্বাগত ভাষণ পরিবেশন করেন পত্রিকার সম্পাদক কুদ্দুস আলি মহাশয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী অঞ্জুশ্রী কোনাই। কবিতা আবৃত্তি, নাচ, গান ও বক্তব্যের ডালিতে সাজানো এক মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের জলযোগ ও জলের ব্যবস্থা করেন রাজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সৌজন্যে প্রধান মৌলুদা বেগম ও গাউস আলি মহাশয়। এই অনুষ্ঠান সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক চিত্তরঞ্জন মণ্ডল,করুনাসিন্ধু মণ্ডল, বাহারুল ইসলাম, ফজলুল রহমান, সাংবাদিক রাইহান রেজা সহ আরও অনেক সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ।

## পত্র –পত্রিকা আলোচনা

### পিলসুজ

(সম্পাদক–প্রিয়জিত ভৌমিক ও গোপাল ভৌমিক /রবীন্দ্র–নজরুল সংখ্যা ২০১৮) হাতে লেখা পত্রিকার স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনেছে এই পত্রিকা, তফাত কেবল হাতে লেখা পত্রিকার একটি কপিই লিখে কোথাও টাঙানো হত। বর্তমান পত্রিকাটি (সম্ভবতঃ) জেরক্স–অফসেটে কপি করে বই আকারে গাঁথা হয়েছে। এই ডিটিপি–র যুগে এমন ধরণের প্রয়াস কেন–তার একটা সাফাই থাকলে বোঝা যেত। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের উদ্দেশ্যে লেখা একাধিক কবিতা রয়েছে (প্রিয়জিত ভৌমিক, সোনালী দে, আরতি দে প্রমুখ)। নজরুলের উপর হরিশঙ্কর গুহের লেখাটি স্বল্প পরিসরেও অনেক অজানা বা কম–জানা তথ্যে ভরা। কয়েকটি বিচ্যুতির উল্লেখ করছি – সম্পাদকীয়ের ঠাঁই পত্রিকার গোড়াতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, দ্বিতীয়তঃ পত্রিকার সূচনা–কাল ও প্রকাশ–সংখ্যার উল্লেখ নেই। হাতে লিখে পত্রিকা নির্মাণের প্রয়াসকে খাটো না করেও বলি, পত্রিকার স্বার্থে আরও একটু ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরের ব্যবহার করা গেলে অনেক জায়গা বাঁচত, যেখানে হয়তো আরও কিছু লেখার ঠাঁই হতে পারত। পত্রিকার ঠিকানা – ২৫২/ই/১২, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, শান্তনীর ( ড় ? ) এস্টেট, বরানগর, কলকাতা–৭০০ ০৩৬ / 9432366517।

### একমুঠো অভিমান

(তনুশ্রী চক্রবর্তীর প্রথম কবিতার বই/প্রকাশক–পাঠক, কলেজ রো, কল–৯ / মূল্য ৮০ টাঃ )–চল্লিশটিরও বেশি কবিতা নিয়ে সদ্য–প্রকাশিত হল এই তরুণ কবির প্রথম কবিতা–গ্রন্থ। কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে জীবনের নানা স্তর ও অনুভূতিগুলোকে টোকা দিয়ে দেখে নিতে চেয়েছেন কবি। তোমাকে দিলাম আমার সুবাস ... না ভেবেই চোখ বুজে ..(তোমাকে দিলাম), তবে কি ঘাসগুলো আমাদের আত্মজ .. (ঘাস), জোর করে বাঁধা সম্পর্ক/ বারবার ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় (সম্পর্ক), এখনো পারিনি নিজেকে চিনতে/চিনছি প্রতি ক্ষণে (জীবনমুখী), এভাবে সবার অভিমানগুলো, হৃদয়ে পেয়েছে ঠাঁই (একমুঠো অভিমান)–এমন সব আন্তরিক উপলব্ধি মাখানো কবিতারা ছড়িয়ে রয়েছে বই জুড়ে। কবিতাগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া মুস্কিল। কবির প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিসাবে যথেষ্ট পরিণত। কয়েকটি কবিতায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকলে বোধহয় ভালো হত– আমার ভাবনা, প্রতিভা, অন্তমিল ইত্যাদি এমনই কিছু কবিতা। আকস্মিক–প্রয়াত সুব্রত ভদ্রের অনবদ্য প্রচ্ছদ বইটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে। ছাপা ও কবিতা বিন্যাস সুন্দর, তবে অক্ষরের আয়তন কয়েক পয়েন্ট বাড়ালে মন্দ হত না।

### কিছু ভাবনা কিছু কথা

(সন্ধ্যা ধাড়া–র গদ্য রচনা সংগ্রহ/পূর্ণ প্রতিমা প্রকাশনী, জাফরপুর রোড, কলকাতা – ৭০০ ১২২/মূল্য ১০০ টাঃ) সন্ধ্যা ধাড়া–র এটি নবম গ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ে রচিত টুকরো টুকরো অনুভূতি বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ সংকলিত হয়েছে এই বইতে। বেশ সহজ কথায় মনের দরজা খুলে ধরেছেন লেখিকা। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন তাঁর এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধগুলিতে। লেখাগুলিকে দু–টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে – কিছু লেখায় মহান ব্যক্তিত্ব ও প্রাতঃস্মরণীয় মানুষদের কথা আবার কিছু লেখায় সামাজিক সঙ্কট ও ঘিরে–ধরা নাগপাশের মত সমস্যা (যথা নারী–নির্যাতন, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্যবাদ, মূল্যবোধ, মুক্তচিন্তা, পাঠাগারের দুর্দশা এমন নানা বিষয় উঠে এসেছে। এর অনেক নিবন্ধ বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে সেগুলি পুনঃপ্রকাশের আগে সেগুলির কিছু পরিমার্জনা/সংযোজনা করা প্রয়োজন ছিল। আরও একটি কথা, একই মলাটের নীচে এত ধরণের মতামত সন্নিবেশ করার ফলে পাঠকের মানসিক প্রস্তুতিতে কিছুটা চাপ পড়তে বাধ্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক লেখাগুলিকে আলাদা আলাদা পর্বে সাজালে পাঠকের পক্ষে সহজ হত। কিছু কথা একটা বিশৃঙ্খলার কথা না বললেই নয়, রচনার শিরোনাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখে বেজায় অসাম্য। প্রচ্ছদ চিত্র রচনা করেছেন লেখিকা স্বয়ং, সাহসী সেই প্রয়াসে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ।

## নবজীবন সঙ্ঘের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

**শ্রেয়সী ঘোষ :** কলকাতার প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত 'নবজীবন সঙ্ঘ'র নব্বই বর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হল গত ১ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট প্রেক্ষাগৃহে। তিনটি পর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার প্রদান। কুণ্ডু। স্বাগত ভাষণ দেন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ কুমার দত্ত। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সঙ্ঘের সভাপতি তারাপদ পাল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঙ্ঘের সহ সভাপতি সন্দীপ দত্ত। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন আনয় মল্লিক। দ্বিতীয় পর্বে নৃত্যের অনুষ্ঠান। নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন পিয়ালী নাগ, পায়েল নাগ

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বনামধন্য চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি বিজয়ীদের উৎসাহিত করেন এবং এদের অভিভাবকদের সন্তান গড়ে তোলার ব্যাপারে সজাগ থাকার পরামর্শ দেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত শোনান সুরভি ও মৌমিতা নাগ। শেষ পর্বে ছিল নাটকাভিনয়। শৈলেশ গুহনিয়োগীর লেখা 'বউদির বিয়ে'। মজাদার এই নাটক দর্শকেরা উপভোগ করলেন পূর্ণ মাত্রায়। নাটকটির নির্দেশক ছিলেন মাধব চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন নব জীবন সঙ্ঘের সভ্য সভ্যারা।

## 'ভাগশেষ' ছবির গঠনে আছে বন্ধুত্ব প্রেম আর মাতৃত্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বন্ধুত্বকে সম্মান জানাতে গল্পের প্রধানা চরিত্র মধুমন্তী অমিতকে শুধু বিয়েই করেননি, ডিভোর্সী অমিতের কন্যা পূজাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন। পূজাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার তাগিদে নিজে কখনো গর্ভধারিণী হয়ে ওঠেননি মধুমন্তী। পাশাপাশি বিশ্বজিৎ বন্ধুত্বকে সম্মান জানাতে কখনও মুখ ফুটে মধুমন্তীকে বলতে পারেননি তাঁর ভালবাসার কথা। মানুষের মনের এই সূক্ষ্ম দিকগুলি নিয়ে রেমা বোস তাঁর প্রথম ছবিটির পরিচালিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য তিনিই লিখেছেন। ছবির নাম 'ভাগশেষ'।

প্রথমে মনে প্রশ্ন ছিল মধুমন্তী পূজার ব্যাপারে এতখানি জড়িয়ে পড়েছিলেন কেন? তার উত্তর মধুমন্তীর স্বীকারোক্তির মধ্যেই আছে। যেখান থেকে জানতে পারি ডিভোর্সী বাবা মা'র সন্তান হিসাবে কি যন্ত্রণাই না মধুমন্তী ভোগ করেছিলেন। সেই আঁচটা যাতে পূজার গায়ে না লাগতে পারে, তার জন্য

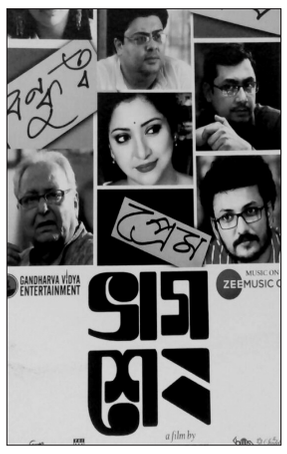


সদা সচেতন মধুমন্তী। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মালবিকা সেন মধুমন্তী চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিটি ধাপেই তিনি সার্থক। নিরুচ্চারিত প্রেমিক বিশ্বজিতের ভূমিকায় অম্বরীশ ভট্টাচার্য দর্শকদের ভালবাসা আদায় করে নেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দুটি দৃশ্যে আছেন। যথারীতি দুটি দৃশ্যেই তিনি সাবলীল, প্রাণবন্ত। বহুদিন বাদে ছবিতে তাঁর কণ্ঠে আবৃত্তি শুনতে পেলাম। পূজা চরিত্রে প্রিয়াংকা সরকার তেমন সুযোগ পাননি, ফলে চরিত্রটি ঠিক মন ছুঁয়ে যায় না। সামান্য উপস্থিতির মধ্যেও সুব্রজিৎ দত্ত তাঁর কাজটুকু করেছেন আন্তরিক ভাবে। সিরিয়ালের পরিচিত মুখ কৌশিক রায় সুযোগ পেলে বড় পর্দাতেও যে ভালো অভিনয় করে দেখাতে পারেন, তার প্রমাণ এ ছবিতে তিনি দিয়েছেড়।

পরিচালিকার বাবা অর্থাৎ জয়ন্ত বোস এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক হলেও, টাইটেল সঙটির গীতিকার ও সুরকার রেমা বোস। 'একটু হাসির ছোঁয়া একটু চোখের জল' গানটি দরদ দিয়ে গেয়েছেন শুভমিতা ও জয়তী চক্রবর্তী। অভী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রগ্রহণের কাজ এবং প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদনার কাজ সাদা মাঠা। গল্প বলার ধরণ এবং গল্প উন্মোচনের বিভিন্ন পর্ব অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলে ধরেছেন রেমা বোস। এ জন্যে তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

## বিভাব নাট্য অ্যাকাডেমির নাট্য–উৎসবে পরিবেশিত নাটক ফিরে পাওয়া

**সব্যসাচী সান্যাল :** কলকাতা শহরে নাটকের অনুষ্ঠান করার প্রেক্ষাগৃহের অভাব নেই, কিন্তু এই সব প্রেক্ষাগৃহগুলিতে জেলার নাটকের দলগুলি যখন শো প্রদর্শন করতে আসে তখন গড়পড়তা বাঙালি নিজেদের ড্রয়িং রুমে বসে বাংলা মেগা সিরিয়াল দেখা থেকে নিজেকে নিবৃত করে নাটক দেখতে হলগুলিতে হাজির হয় না। তার ফলে শহরের ঐতিহ্যপূর্ণ হলগুলিতে নাটক প্রদর্শনের সময় দর্শকআসন প্রায় খালি থাকে। সংসারের নানা জটিলতা আর কুটকাচালি নিয়ে বস্তাপচা কাহিনীর বাংলা মেগা সিরিয়াল নিয়ে আমরা সন্ধ্যেটা নিজেদের ব্যস্ত রাখি। এর ফলে সামাজিক সচেতনতার নাটক দেখতে হলে দর্শক প্রায় থাকে না। কলকাতা শহর ও শহরতলিতে নাটকের রির্হাসাল করার উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব থাকা সত্ত্বেও নাটকের দলগুলি অদম্য ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও সারা বছর গ্রাম বাংলার অগণিত মানুষের কাছে নানা স্বাদের নাটক পৌঁছে দিচ্ছে। এলাকার সাংস্কৃতিক সচেতন মানুষ এবং নাটকের দলগুলি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করার জন্য রিহার্সাল এবং কম খরচে নাটকের অনুষ্ঠান করার জন্য একটা কমিউনিটি সেন্টারের তাগিদ অনুভব করছিল। এলাকার সকলের পরিচিত সমাজকল্যাণ কেন্দ্র এই অভাব পুরণ করার জন্য এগিয়ে এসেছে। ২১ জুন রামগড় কমিউনিটি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। এতে বাড়ির কাছাকাছি যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, পাটুলি, গাঙ্গুলিবাগান, বাঘাযতীন, গড়িয়ার নাট্যপ্রেমী দর্শকদের নাটক দেখার জন্য নন্দন চত্বরে ছুটতে হবেনা। এলাকার মানুষ যেমন বাড়ির কাছাকাছি কমিউনিটি সেন্টারে নাটক দেখার সুযোগ পাবে তেমনই আবার নাটকদলগুলি তাদের রিহার্সালের জন্য এই কমিউনিটি সেন্টার ব্যবহার করতে পারবে। বিভাব নাট্য অ্যাকাডেমির নাট্য–উৎসবের অনুষ্ঠিত নাটকের মধ্যে অঙ্গন বেলঘরিয়া পরিবেশিত 'ফিরে পাওয়া' নাটকটি একটু ভিন্ন স্বাদের মনে হয়েছে এবং এটা তাদের এই মঞ্চে ৭০ তম পরিবেশন। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বাবা–মাকে নিঃসঙ্গ রেখে সন্তানরা দূরে চলে যাচ্ছে, সেখানে অপরের সন্তান বাবা–মায়ের কাছে আপনার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফিরে পাওয়া নাটকের নাট্যকার বেবি সেনগুপ্ত, আবহ সঙ্গীত তপন বিশ্বাস, আলো অরূপ ব্যানার্জী, মঞ্চ, রূপসজ্জা ও নির্দেশনা অভি সেনগুপ্ত, নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন কমলেশের ভূমিকায় অভি সেনগুপ্ত, দীপক দেবজিৎ সরকার, চয়ন সায়ন সেনগুপ্ত, বিরাজ তপন বিশ্বাস, রাখী সৌমিতা বসু, তিন্নি কমলিকা রায় এবং জ্যেঠিমা বেবি সেনগুপ্তা। বৃদ্ধ বাবা–মাকে একা ফেলে রেখে সন্তানদের নিজেদের উচ্চাকাঙ্খার জন্য বিদেশে পাড়ি এখন সমাজে একটা চালু প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমলেশের ভূমিকায় অভি সেনগুপ্ত বাবার চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যা দর্শকদের কাছে অসামান্য মনে হয়েছে।

স্নেহাশীলা জ্যেঠিমার ভূমিকায় বেবি সেনগুপ্ত অত্যন্ত দরদ ও মানবিকতা বোধ সকলকে আপ্লুত করেছে। নাটকের অনান্য চরিত্রের অংশগ্রহণ করা শিল্পীদের অভিনয় দর্শক মনে রেখাপাত করেছে। নাটকের মূল বিষয় কমলেশের সন্তান দীর্ঘদিন দূরে থাকার জন্য বাবা–মায়ের ওপর স্বাভাবিক কোনও টান ছিল না। কমলেশের বাড়িতে মফস্বল থেকে শহরে চাকরি করতে আসা দুজন অল্প বয়সী ছেলেকে ভাড়াটে হিসাবে রেখেছিল। যদিও সময়মত বাড়ি ভাড়া না দিতে পারা এবং ছোটোখাট বিষয় নিয়ে অশান্তি লেগেই থাকত। এর মধ্যে তাদের সন্তান ফোন করে জানায় তারা বাড়ি আসছে এবং মা আনন্দে ছেলের জন্য নানা রকম পদ রান্না করে রেখেছিল কিন্তু ছেলে জানিয়ে দেয় সে বাড়িতে থাকবে না হোটেলে থাকবে।এই কথা শুনে জ্যেঠিমার মনকষ্ট হয় এবং হাল্কা স্ট্রোক হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সেই ভাড়াটে ছেলেরা যাকে কমলেশ একেবারে দেখতে পারত না, পরিত্রাতা হয়ে তাদের জ্যেঠিমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এবং সেবা শুশ্রুষায় ভাল করে তোলে। জ্যেঠিমা তাদের সন্তান স্নেহে কাছে টেনে নেয়। কমলেশবাবু তাদের সেবায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং চোখে জল চলে আসে। তাদের বাজার থেকে মাছ, মাংস প্রভৃতি এনে যত্ন করে রান্না করে খাওয়ায়। এবং তাদের আপন করে কাছে টেনে নেয়। কমলেশবাবু ও তার স্ত্রী উপলব্ধি করতে পারেন সন্তান আপন হলেও পরিস্থিতির চাপে পর হয়ে যায় আর দূরের মানুষ তাকে যতই অবহেলা করা হউক না কেন প্রয়োজনের সময় সেই আপনার হয়ে দাঁড়ায়।

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

# বিশ্ব যোগ দিবস পালন নেহরু যুব কেন্দ্রে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষে গত ২১ জুন বিবেকানন্দ সোসাইটি হল ১৫১ বিবেকানন্দ রোড, নেহেরু যুব কেন্দ্র কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের উদ্যোগে যথোচিত মর্যাদায় যোগ দিবস পালিত হয়। প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডিরেক্টর নবীন নায়েক,এনএসএস-এর ডিরেক্টর সবিতা প্যাটেল ,জেলা যুব কোঅর্ডিনেটর শিবাশীষ ব্যানার্জি, কোষাধক্ষ শিলাজিত বিশ্বাস। ডঃ কুশলা দাস ও গোপাল জালান কে যোগগুরু সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান সাফল্য মন্ডিত করতে এনওয়াইজি শুভম রায়গুপ্ত সহ অন্যান্য সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

# ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করার পথে ভারত

**রূপম জানা**

গত সংখ্যায় যেটা আন্দাজ করা হয়েছিল ঘটল ঠিক সেটাই। অর্থাৎ টিম ইন্ডিয়ার আরও একটা সিরিজ জয়। তাও আবার ইংল্যান্ডের মাটিতে। তাও সবেমাত্র সফরের প্রথম সিরিজ, টি-২০ জয় দিয়ে যে যাত্রা শুরু করল বিরাট বাহিনী তা একদিন ও টেস্ট সিরিজেও অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে হিটম্যান রোহিত শর্মার যে দুরন্ত সেঞ্চুরি দেখা গেল ( যার দৌলতে ২-১ জিতে টি-২০ পকেটস্থ করল ভারত) তারপর ভারতের পক্ষে এই ইংল্যান্ড সফর যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হওয়ারই সম্ভাবনা। শুধু কী রোহিত একা? তাঁর ওপেনিং পার্টনার শিখর ধাওয়ানও রয়েছেন চমৎকার ফর্মে। এছাড়া অধিনায়ক কোহলি বা প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিও খেলছেন তুখোড় ফর্মে। অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়াও বা কম কিসে। যেভাবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ তে প্রায় ২০০ রান তাড়া করে জিতল ভারত তার পিছনে বলে-ব্যাটে হার্দিকের অনবদ্য হয়ে ওঠাও একটা বড় কারণ। ২০১৯ বিশ্বকাপে ভারতের পক্ষে তুরুপের তাস হয়ে উঠতেই পারেন পাণ্ডিয়া। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ের পিছনে যেমন কপিল-মহিন্দরদের অলরাউন্ড এবিলিটি কাজ করেছিল এবার সেই জায়গাটা নিতে পারেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। তাকে যোগ্য সঙ্গত করতেই পারেন ভুবনেশ্বর কুমার। কারণ ভুবি দুর্ধর্ষ সুইং বোলিংয়ের পাশাপাশি যে ভাবে ব্যাটিংয়েও কামাল করছেন তা নিঃসন্দেহে দেশকে আরও এক নতুন অলরাউন্ডার এনে দিতে পারে। টিম ইন্ডিয়ার এবারের ইংল্যান্ড সফরকে আগামী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্বও বলা যেতে পারে। কারণ এখন থেকেই কাটাছেড়া ঠিকঠাক করে নিতে হবে যাতে আসল সময়ে সমস্যা না তৈরি হয়। এই মহড়া পর্বর শুরুতেই তাই এই জয় ভারতকে উদ্ধুদ্ধ করে তুলবে নিশ্চিতভাবে। ইংল্যান্ডের খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সারা ক্রিকেট বিশ্বকে ইতিবাচক বার্তাও প্রদান করা যাচ্ছে। সত্যি বলতে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন এই ভারতীয় দলের অশ্বমেধের ঘোড়ার সামনে এক এক করে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঘরের মাঠে ইংরেজদের ল্যাজেগোবরে করতে পারলে তাতে আরও একটা পালক সংযোজিত হবে।

ভারত যে এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বে এক নম্বর দল শুধু নয়, অপ্রতিরোধ্যও বটে। তাই টিম কোহলির পক্ষে বিশ্বকাপ না জেতাটাই বড় অঘটন হবে। ১৯৮৩-র পর ২৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী বিশ্বকাপ পাওয়ার জন্য। যুগের পর যুগ অপেক্ষা করা নিশ্চিতভাবে মেনে নেবেন না ভারতীয় ক্রিকেট টিমের নতুন প্রজন্ম। মাহির কৃতিত্বে ভাগীদার হতে চাইবেন বিরাটও। সেদিক থেকেও এই ইংল্যান্ড সফর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে কামাল করতে পারলে বিশ্বকাপ জয়ের দিকে অনেক কদম এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে। আর একবার ইংল্যান্ডের মাটি থেকে যে জয়ের ধারা চালু করতে পেরেছে ভারত তা বজায় রাখাটাই মূল কাজ হয়ে উঠবে বিরাট বাহিনীর জন্য। আইরিশ বধের মধ্যে দিয়ে যে মরসুম শুরু হয়েছে তা আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠবে ইংরেজদের কফিনে আরও পেরেক পুঁততে পারলে। সেদিক থেকে ইংল্যান্ড সফর আশীর্বাদ হতে চলেছে টিম কোহলির জন্য।

দুই ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মার দাপটে প্রথম একদিনের ম্যাচ সহজেই জিতে নিয়েছিল ভারত। যেভাবে ধাওয়ান ও রোহিত আইরিশ বোলারদের ছাতু করেছেন তা ভারত অধিনায়ক কোহলিকে ভরসা দিতে বাধ্য। ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ শুরুর অব্যবহিত আগে দলের ওপেনিং জুড়ির এই সাফল্য যে কোনও অধিনায়ককেই খুশি করবে তা বলাইবাহুল্য। তাছাড়াও এই সিরিজে ভুবনেশ্বর কুমারের মতো অসাধারণ সুইং বোলার থাকায় সফরটা ভারতের পক্ষে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তার ওপর উমেশ যাদবের দ্রুত গতির পেস আক্রমণ, ইশান্ত শর্মার অভিজ্ঞতা ও দুই চায়নাম্যান স্পিনার যজবেন্দ্র চহ্বাল ও কুলদীপ যাদবের দুর্দান্ত ফর্মে থাকা (যা বোঝা গিয়েছে আইরিশদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই) এগিয়ে রাখছে টিম কোহলিকে। তাছাড়াও সুরেশ রায়না, হার্দিক পাণ্ডিয়াদের মতো খেলোয়াড় যে টিমে থাকবে সে তো সম্পদ হয়ে উঠবেই। বিশেষ করে কুলদীপ যাদবের বোলিংয়ের মাথামুণ্ডু বুঝতে প্রথম থেকেই ব্যর্থ ইংরেজরা। বস্তুত, ঘরের মাঠে কোনও স্পিন অ্যাটাকের সামনে এমন ল্যাজেগোবরে শেষ কবে যে হতে হয়েছে ইংল্যান্ড বাহিনীকে সেটাও এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। এরপর যদি যজবেন্দ্র চহ্বালের কামাল শুরু হয় তবে ইংল্যান্ড কোন তিমিরে গিয়ে পৌঁছাবে সেটা ভেবে নিশ্চিতভাবে শঙ্কিত হচ্ছেন তাদের সমর্থকরা। ভাবা যায় এই ইংল্যান্ড মাত্র কদিন আগেই টেস্ট ও একদিনের সিরিজ উভয়তেই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দারুণ পারফরমেন্স করেছে। তাদের এই হতশ্রী দশা স্বাভাবিকভাবেই চমকে দিয়েছে দুনিয়ার তামাম ক্রিকেট ভক্তদের। অন্যদিকে ভারতীয় স্পিন জুটি চহ্বাল ও কুলদীপ যেভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাতে দেশে বসে থাকতে হচ্ছে অন্যতম সেরা দুই স্পিনার-অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজাকে। যাদের বোলিং অ্যাটাকে পেলে বর্তে যাবে অনেক নামিদামি টিমই।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

**Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.**

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com